# জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রার্থীদের কৃষি ভাবনা

## চারটি উপজেলায় একটি সমীক্ষা

রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস্, বাংলাদেশ

# জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রার্থীদের কৃষি ভাবনা

চারটি উপজেলায় একটি সমীক্ষা

মোঃ আবুল ফজল মোঃ আনোয়ার হোসেন, মোজাফ্ফর আহমেদ, চৈতন্য কুমার দাস
সুরাইয়া বেগম, মোঃ ইফতেখার আলী

রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস্, বাংলাদেশ

**জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রার্থীদের কৃষি ভাবনা চারটি উপজেলায় একটি সমীক্ষা**

**National Parliamentary Election Candidates Views on Agroecology: A Research in Four Upazilas**

**মোঃ আবুল ফজল, মোঃ আনোয়ার হোসেন মোজাফ্ফর আহমেদ, চৈতন্য কুমার দাস সুরাইয়া বেগম, মোঃ ইফতেখার আলী**

**Md. Abul Fazal, Md. Anowar Hossain Mojaffar Ahmed, Choitnno Kumar Das Suraiya Begum, Md. Iftekhar Ali**

**প্রকাশকাল:** ডিসেম্বর, ২০১৮

**Published in:** December, 2018

**প্রকাশনায়**
রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস্, বাংলাদেশ (রিইব)
বাসা ০৭ (কাজলী), সড়ক ১৭, ব্লক সি
বনানী, ঢাকা-১২১৩, বাংলাদেশ
ফোনঃ (+৮৮০-২) ৯৮২০০৫১-২
Email: rib@citech-bd.com
Website: www.rib-bangladesh.org

**Published by**
Research Initiatives, Bangladesh (RIB)
House 7 (Kajoli), Road 17, Block C
Banani, Dhaka- 1213, Bangladesh
Phone: (+880-2) 9820051-2
E-mail: rib@citech-bd.com
Website: www.rib-bangladesh.org

**সহায়তায়**
রোসা লাক্সেমবার্গ স্টিফ্টুং
ফ্রাঞ্জ-মেহ্রিং-প্লাটজ্ ১
১০২৪৩, বার্লিন, জার্মানী
Website: www.rosalux.in
www.rosalux-southasia.org

**Supported by**
Rosa Luxemburg Stiftung
Franz-Mehring-Platz 1
10243 Berlin, Germany
Website: www.rosalux.in
www.rosalux-southasia.org

**মুদ্রণে**
ডানা প্রিন্টার্স লিমিটেড
গ-১৬ মহাখালী বা/এ, ঢাকা-১২১৩

**Printed by**
Dana Printers Limited
Ga-16 Mohakhali C/A, Dhaka-1213

**প্রচ্ছদ**
সুরাইয়া বেগমের ছবি অবলম্বনে
শুকলাল বালা

**Cover**
Picture : Suraiya Begum
Suklal Bala

Sponsored by the Rosa Luxemburg Stiftung e.V with funds of the Federal Ministry for Economic Cooperation and Development of the Federal Republic of Germany

# সূচিপত্র


| | |
|---|---|
| ভূমিকা | ৫ |
| একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পটভূমি | ৭ |
| একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রার্থীদের সাক্ষাৎকার গ্রহণের জন্য প্রশ্ন | ৯ |
| তুলনামূলক বিশ্লেষণ ও উপসংহার | ২৮ |
| বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ইশতেহারে কৃষি, কৃষক ও পরিবেশ | ৩০ |
| তথ্যসূত্র | ৪০ |

# ভূমিকা

রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস্, বাংলাদেশ (রিইব) জীববৈচিত্র্য নির্ভর কৃষি বিষয়ক একশন রিসার্চ ভিত্তিক কার্যক্রম পরিচালনা করছে নীলফামারী জেলার নীলফামারী সদর, বগুড়া জেলার সারিয়াকান্দি, সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর এবং চট্টগ্রাম জেলার আনোয়ারা উপজেলায় "প্রান্তিয় জনগোষ্ঠীর কৃষি প্রতিবেশ: শিক্ষণ ও গণগবেষণা ২০১৮" শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে। প্রকল্পের সময়সীমা ছিল জানুয়ারি-ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত এবং গত ৩০ শে ডিসেম্বর বাংলাদেশে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের দিন ধার্য্য হয়। এই প্রেক্ষিতে মূলত এসকল উপজেলায় নির্বাচনের প্রার্থীদের কৃষি, কৃষক ও জীববৈচিত্র্য নিয়ে ভাবনা ও পরিকল্পনা জানার জন্য সাক্ষাতকার গ্রহণের মাধ্যমে একটি একশনভিত্তিক গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত হয়। এই গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যাদি এখানে তুলে ধরা হলো ভবিষ্যৎ নীতিনির্ধারকদের কৃষি ভিত্তিক কার্যক্রম অনুধাবনের জন্য।

### গবেষণার উদ্দেশ্য

জাতীয় সংসদ নির্বাচন সরাসরি ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত ৩০০ প্রতিনিধি এবং সংরক্ষিত আসনে সংসদ সদস্য দ্বারা নির্বাচিত ৫০ জন নারী প্রতিনিধি আগামী ৫ বছরের জন্যে সরকার পরিচালনাকল্পে মন্ত্রিপরিষদ গঠন করে থাকে। যাদের মূল কাজ হচ্ছে দেশ পরিচালনায় আইন প্রণয়ন করা।

রিইব উক্ত ৪টি জেলায় প্রত্যক্ষভাবে এবং পরোক্ষে সারা দেশেই জৈব কৃষি প্রবর্তনের কাজ করে যাচ্ছে। এই কাজে সঠিক এবং সহযোগিতামূলক আইন প্রণয়ন করা হলে তা কাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সহায়তা করবে। এছাড়াও সরকারি ও বেসরকারি নীতি নির্ধারক পর্যায়ে সহযোগিতা লাভ কাজকে গতিশীল করবে। এই বোধ থেকে নির্বাচনে সংশ্লিষ্ট এলাকায় যারা সম্ভাব্য প্রার্থী হিসাবে নির্বাচনে প্রতিযোগিতা করছেন তাঁদের কৃষি ভাবনা জানাটা জরুরী। কারণ ভবিষ্যতে আগামী ৫ বছর নির্বাচিতরা দেশ এবং সরকার পরিচালনা করবেন। বিশেষ করে জৈব কৃষি নির্ভর কৃষিকাজের অগ্রসরমানতায় ভূমিকা রাখার ক্ষেত্রে তাদের চিন্তা-ভাবনা এবং সচেতনতা কোন পর্যায়ে তা জানার জন্যে নির্বাচন প্রার্থীদের কাছে ১০টি প্রশ্ন উপস্থাপন করার উদ্যোগ নেওয়া হয়।

এখানে উল্লেখ্য যে, নির্বাচনে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রার্থীদের সাক্ষাৎকার পাবার প্রেক্ষিতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

### গবেষণা টিম

প্রকল্প সমন্বয়ক সুরাইয়া বেগম এবং মাঠ সমন্বয়ক ইফতেখার আলীর তত্ত্বাবধানে চারটি জেলায় প্রকল্পের ৪ জন গবেষণা সহকারী নির্ধারিত ১১টি প্রশ্নের ভিত্তিতে তথ্য সংগ্রহ করেন নিম্নোক্তভাবে: নীলফামারীতে মোঃ আবুল ফজল, বগুড়াতে মোঃ আনোয়ার হোসেন, চট্টগ্রামে মোজাফফর আহমেদ এবং সাতক্ষীরায় চৈতন্য কুমার দাস।

## সময়সীমা

ডিসেম্বর মাসের ০৯ তারিখে প্রার্থী তালিকা চূড়ান্ত হবার পর গবেষণা সহকারীরা ২৮ ডিসেম্বর সময়সীমাতে তথ্য সংগ্রহ করেন। এরই ভিত্তিতে এই রিপোর্ট রচনা করা হয়েছে।

## সংসদীয় নির্বাচনের রাজনৈতিক ইতিহাস

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করে। ১৯৭০ এর নির্বাচনের ফলাফলের ভিত্তিতে স্বাধীন দেশে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রধানমন্ত্রী হন। সরকার ব্যবস্থা হিসাবে "সংসদীয় গণতন্ত্র" ব্যবস্থা গৃহীত হয় ১৯৭২ সালের সালে সংবিধান রচনার মধ্য দিয়ে। ১৯৭৩ সালে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করে, প্রধানমন্ত্রী হন শেখ মুজিবুর রহমান। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যা করে সামরিক বাহিনী ক্ষমতা দখল করে এবং সংসদীয় পদ্ধতি বাতিল করে পরবর্তীতে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার চালু করা হয়। রাষ্ট্রপতি হন জেনারেল জিয়াউর রহমান। ১৯৮০ সালে জিয়াউর রহমানকে হত্যা করে সামরিক বাহিনী পুনরায় ক্ষমতা দখল করে। এর পরবর্তীতে রাষ্ট্রপতি হিসাবে এইচএম এরশাদ ক্ষমতা দখল করে। এরশাদ ১৯৮২-১৯৯০ সাল পর্যন্ত ক্ষমতায় ছিলেন। এরপর ১৯৯০ সালে এক গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে এরশাদের পতন হয় এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতা লাভ করে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের রূপরেখা প্রণয়ন করেছিল প্রধান দুই রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ ও বিএনপি। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে ১৯৯১, ১৯৯৬ এবং ২০০১ সালের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ২০০৭ সালে পুনরায় সেনা সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার ২০০৮ পর্যন্ত সরকার পরিচালনা করেন। ২০০৮ সালে সংসদীয় নির্বাচনের মাধ্যমে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসে। এরপর ২০১১ সালে জাতীয় সংসদে সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে নির্বাচনাধীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাতিল করা হয় এবং পরবর্তী সাধারণ নির্বাচনসমূহ ক্ষমতাসীন দলীয় সরকারের অধীনে পরিচালনার সিদ্ধান্ত হয়। সেই হিসাবে ২০১৪ সালের সাধারণ নির্বাচন দলীয় সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনে প্রধান বিরোধী রাজনৈতিক বিএনপি দল অংশগ্রহণ করেনি। ২০১৮ সালের নির্বাচনে বিএনপি অংশগ্রহণ করে।

২০১৮ সালের নির্বাচনে বিএনপি অংশগ্রহণ করে জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের সঙ্গে জোট বেঁধে। ইতিমধ্যে দেশে এই নির্বাচনে বিএনপি মাত্র ৭টি আসন লাভ করে। এর মধ্যে বিএনপি নেত্রী খালেদা জিয়া দুর্নীতির দায়ে জেলখানাতে এবং তাঁর ছেলে তারেক রহমান লন্ডনে পলাতক রয়েছে।

২০১৮ সালের সংসদীয় নির্বাচন সংঘটিত হয়েছে ৩০ শে ডিসেম্বর। এই নির্বাচনে মনোনয়নপত্র জমা দেবার শেষ সময় ছিল ২৮ শে নবেম্বর এবং মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করার শেষ দিন ছিল ৯ই ডিসেম্বর। নির্বাচনী প্রচারণা চালানোর শেষ সময়সীমা ছিল ২৮ ডিসেম্বর। অর্থাৎ ১০-২৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত নির্বাচনী প্রার্থীরা প্রচারণা চালনার সময় লাভ করেছিলেন। রিইব এর গবেষণা সহকারীরা এই সময়সীমার মধ্যে তাদের তথ্য সংগ্রহ করেছে।

# একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পটভূমি

বাংলাদেশে 'সংসদীয় গণতন্ত্র' ব্যবস্থার সরকার পদ্ধতি প্রচলিত এবং সরকার প্রধান হলেন প্রধানমন্ত্রী। এদেশের এক কক্ষ বিশিষ্ট জাতীয় সংসদের ৩৫০টি আসনের বিপরীতে ৩০০ জন সংসদ সদস্য বা সাংসদ জনগণের সরাসরি ভোটে ৫ বছরের জন্য নির্বাচিত হন এবং ৫০ টি আসন নারীদের জন্য সংরক্ষিত। সংসদের ৩০০টি আসনের অর্ধেকের বেশি আসনে জয়ী দল সরকার গঠন করে। এছাড়া দলগুলো জোটগতভাবে ১৫০টির বেশি আসন নিয়ে সরকার গঠন করতে পারে। বর্তমান সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আনুষ্ঠানিক ফলাফলের ভিত্তিতে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনের অধিকারী দল বা জোটবদ্ধ দল থেকে প্রধানমন্ত্রী মনোনীত করেন। প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রীপরিষদের সদস্য নির্বাচন করেন এবং এ সরকারকে রাষ্ট্রপতি মনোনয়ন প্রদান করেন। আবার জাতীয় সংসদের সদস্যদের ভোটের মাধ্যমে ৫ বছরের জন্য ৫০টি সংরক্ষিত নারী আসন এবং রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করা হয়।

বাংলাদেশের সাংবিধানিক নির্বাচন সংশ্লিষ্ট কাজের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান হচ্ছে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন। তিন সদস্য বিশিষ্ট নির্বাচন কমিশনের প্রধান হচ্ছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার। ২০১৮ সালের নভেম্বর মাসের ৮ তারিখে প্রধান নির্বাচন কমিশনার কে এম নুরুল হুদা একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করেন। তফসিল অনুযায়ী নির্বাচনের তারিখ ২৩ ডিসেম্বর ঠিক করা হলেও ১২ নভেম্বর পুনঃতফসিলে পিছিয়ে ৩০ ডিসেম্বর নির্বাচনের তারিখ নির্ধারিত হয়। নির্বাচন পরিচালনা ও আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় নির্বাচন কমিশনের বাজেট ছিল ৭০০ কোটি টাকা।

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ৩০০ আসনে ৩৯টি রাজনৈতিক দলের ১,৭২০ জন ও স্বতন্ত্র ১২৮ জন নির্বাচনী প্রার্থী অংশগ্রহণ করেন। প্রার্থীদের মধ্যে ৬৯ জন নারী (৩.৭৫%) এবং ১,৭৭৯ জন পুরুষ। মোট ভোটার সংখ্যা ছিল ১০ কোটি ৪১ লাখ ৯০ হাজার ৪৮০ জন, যার মধ্যে পুরুষ ৫ কোটি ২৫ লাখ ৪৭ হাজার ৩২৯ ও নারী ভোটার ৫ কোটি ১৬ লাখ ৪৩ হাজার ১৫১। ভোটারদের ২২ ভাগ তরুণ ভোটার, যারা প্রথমবারের মত ভোটার হয়েছেন। এছাড়া এবারই প্রথম ৬টি আসনে ইলেকট্রনিক ভেটিং মেশিনে (ইভিএম) ভোট গ্রহণ করা হয়, আর বাকি আসনগুলোতে আগের মত ব্যালট পেপারের মাধ্যমে ভোট গ্রহণ করা হয়।

ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকারের অধীনে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপি নেতৃত্বাধীন জোটের দলগুলো নির্বাচনে অংশ না নেওয়ার কথা বলে আসছিল। ২০১৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে আদালত বিএনপি সভানেত্রী খালেদা জিয়াকে 'জিয়া অরফানেজ ট্রাষ্ট' দুর্নীতি মামলায় কারাদন্ড দেন। পরবর্তীতে ১৩ অক্টোবর গণফোরামের সভাপতি ড. কামাল হোসেনের নেতৃত্বে বিএনপি ও কয়েকটি রাজনৈতিক দল জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট নামে একটি রাজনৈতিক ঐক্য গঠন করে এবং নির্বাচনে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে। তবে ৮ ডিসেম্বর নির্বাচন কমিশন খালেদা জিয়ার প্রার্থীতা চূড়ান্তভাবে বাতিল করে। সব মিলিয়ে এই নির্বাচনে ৩টি রাজনৈতিক জোট গঠিত হয়: একটি আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন মহাজোট, দ্বিতীয়টি বিএনপি ও জোটভুক্ত অন্যান্য দলের সমন্বয়ে জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট এবং তৃতীয়টি কয়েকটি বামদলের সমন্বয়ে বাম গণতান্ত্রিক জোট (বাংলাদেশের কম্যুনিষ্ট পার্টি, বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল, বিপ্লবী ওয়ার্কাস পার্টি, গণসংহতি আন্দোলন, গণতান্ত্রিক বিপ্লবী পার্টি, বাসদ মার্কসবাদী, ইউনাইটেড কম্যুনিষ্ট লীগ, সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন)। এছাড়া কয়েকটি দল এককভাবে অংশগ্রহণ করে। নির্বাচনে সর্বাধিক ২৯৮ আসনে প্রার্থী ছিল ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ দলের। ৩০ ডিসেম্বর ৩০০টির মধ্যে ২৯৯টি আসনে ভোট গ্রহণ হয় এবং আওয়ামী লীগ জোট ২৬৬, বিএনপি জোট ৭, জাতীয় পার্টি ২২ ও অন্যান্যরা ৪টি আসনে জয়ী হয়।

## নির্বাচনী পরিস্থিতি

গবেষণাধীন উপজেলাগুলোতে অধিকাংশ জায়গায় বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নৌকা প্রতীকের পোস্টার দেখা যাচ্ছিল। কয়েক জায়গায় ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের পোস্টার দেখা গেলেও বিএনপিসহ অন্যান্য দলের পোস্টার তেমন দেখা যায়নি। সরাসরি ও অন্যান্য মাধ্যমে প্রচারণার ক্ষেত্রেও আওয়ামী লীগ অন্যান্য দলের চেয়ে বেশি সক্রিয় ছিল।

## গবেষণা পদ্ধতি

নির্বাচনী প্রার্থীদের সাক্ষাতকার গ্রহণের জন্য একটি চেকলিস্ট তৈরি করা হয় (সারণি ১)। প্রার্থীদের সাথে সরাসরি বা মোবাইল ফোনে যোগাযোগ করে সাক্ষাতকার প্রদানের জন্য অনুরোধ জানানো হয়। তবে প্রার্থীরা নির্বাচনী প্রচারণা নিয়ে অত্যন্ত ব্যস্ত সময় পার করায় সকল প্রার্থীর পক্ষে সাক্ষাতকার প্রদান করা সম্ভব হয়নি। যারা রাজি হয়েছিলেন, রিইব-এর গবেষণা সহকারীবৃন্দ চেকলিস্টের ভিত্তিতে তাদের সাক্ষাতকার গ্রহণ করেন। এছাড়া রাজনৈতিক দলগুলোর নির্বাচনী ইশতেহার পর্যালোচনা করে কৃষি, কৃষক ও পরিবেশ সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোর একটি সংকলন করা হয়েছে।

নাম ঃ এলাকা ঃ তারিখ ঃ

## একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রার্থীদের সাক্ষাতকার গ্রহণের জন্য প্রশ্ন

১. আপনার নির্বাচনী এলাকার কৃষি ও কৃষকের অবস্থা এখন কেমন?

২. এই এলাকার কৃষি ও কৃষক সমাজের বিভিন্ন সমস্যার মধ্যে প্রধান তিনটি সমস্যা কি?

৩. বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তনের ব্যাপক ঝুঁকির মধ্যে আছে। কৃষিতে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব এই এলাকায় কেমন?

৪. বিগত সরকার গত ৫ বছরে কৃষি ও কৃষকের জন্যে কি কি কাজ করেছে? সেসব কাজ কৃষি ও কৃষকের জন্য কতটা সম্ভাবনাময়?

৫. আপনার এলাকার কৃষি ও কৃষকের জন্য আপনার পরিকল্পনা কী?

৬. ক. আপনার এলাকার কৃষি ও কৃষকের জন্য আপনার দলের পরিকল্পনা কী?
খ. দলের কৃষি পরিকল্পনা নির্ধারণে কি তৃণমূল থেকে মতামত নেওয়া হয়?

৭. 'জাতীয় জৈব কৃষি নীতি ২০১৬' বাস্তবায়নে চ্যালেঞ্জগুলো কি? এই নীতির প্রসারে আপনার পরিকল্পনা কী?

৮. কৃষিতে রাসায়নিক সার ও বিভিন্ন বালাইনাশক বিষের ব্যবহারের কারণে মাটির গুণাগুণ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, বিভিন্ন উদ্ভিদ ও প্রাণী মারা পড়ছে এবং খাদ্যের সাথে মানুষ বিষ খাচ্ছে। আপনি এটাকে দেশের জন্য এক নম্বর সমস্যা মনে করেন কিনা? এক্ষেত্রে করণীয় কী?

৯. কৃষকেরা নিজেদের স্থানীয় বীজ হারিয়ে ফেলে বাজারের বীজের উপর নির্ভরশীল হয়ে যাচ্ছে, যার ফলে খাদ্য উৎপাদনে আমাদের নিজস্ব কোন নিয়ন্ত্রণ থাকছে না, বরং বাজারে যখন যে বীজ পাওয়া যায় কৃষকেরা সেই বীজ চাষ করতে বাধ্য হচ্ছেন এবং কৃষি উপকরণের জন্য বিভিন্ন কোম্পানির উপর নির্ভরশীল হয়ে যাচ্ছেন। এক্ষেত্রে করণীয় কী?

১০. আপনি কি মনে করেন, উপজেলা বা জেলা ভিত্তিক প্রয়োজনীয় অধিকাংশ খাদ্য উপজেলা বা জেলাতেই উৎপাদন করে স্বনির্ভর হওয়া দরকার, নাকি অন্য এলাকা থেকে খাদ্য নিয়ে এসে এখানকার চাহিদা পূরণ করা উচিৎ?

১১. কৃষিতে বর্তমানে নারীরা বিপুল পরিমাণ শ্রম দিয়ে থাকে। নারী-পুরুষ শ্রম মজুরীর বৈষম্য নিরসনে কী করণীয়, সে সম্পর্কে আপনার মতামত জানতে চাই।

**সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যাদি (নির্বাচনী আসন অনুযায়ী)**

**বগুড়া- ০১ (সারিয়াকান্দি- সোনাতলা) আসন**

| নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নাম | প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর নাম | মনোনয়ন প্রদানকারী রাজনৈতিক দলের নাম/ স্বতন্ত্র | বরাদ্দকৃত প্রতীক |
|---|---|---|---|
| ০৩৬ বগুড়া-১ | আব্দুল মান্নান | বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ | নৌকা |
| | এ,বি,এম মোস্তফা কামাল পাশা | ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ | হাতপাখা |
| | কাজী রফিকুল ইসলাম | বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বি.এন.পি. | ধানের শীষ |
| | মো: তবিবর রহমান মন্ডল | স্বতন্ত্র | কলার ছড়ি |

**কৃষিবিদ আব্দুল মান্নান (বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ)**

সারিয়াকান্দির কৃষক অত্যন্ত সংগ্রামী। প্রতি বছর প্রাকৃতিক দুর্যোগের সাথে সংগ্রাম করে তারা ফসল উৎপাদন করে। মোট কৃষি পরিবারের মধ্যে ২০% ভূমিহীন, ২৬% প্রান্তিক, ৪৫% ক্ষুদ্র, ৮% মাঝারী ও ১% বড় কৃষক পরিবার।

দানা জাতীয় খাদ্য উৎপাদনে সারিয়াকান্দি উদ্বৃত্ত উৎপাদনকারী (+৩৪.৪০৪ মেট্রিক টন)। এখানে প্রায় ১০০ কোটি টাকার পাট, ৮০-৯০ কোটি টাকার মরিচ উৎপাদন হয়। তেল ফসল উৎপাদন হয় চাহিদার ৬০%, ডাল ৬৫- ৭০%। এখানে ভূট্টা অত্যন্ত সম্ভাবনাময় ফসল। বসতবাড়ি এবং স্বল্প পরিসরে ফল বৃক্ষরোপণে আগ্রহ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

এখানে কৃষি ও কৃষকের প্রধান তিনটি সমস্যা: নদী ভাঙ্গন, অসময়ে ও আকস্মিক বন্যা, এবং চর এলাকায় যোগাযোগ ব্যবস্থা ভাল না হওয়ায় কৃষক উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্য মূল্য পায় না।

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, তাপমাত্রা ও আর্দ্রতা বৃদ্ধি, খরা, ঝড়, শিলাবৃষ্টি, ঘন ঘন বন্যাসহ নানা ধরনের প্রাকৃতিক বিপর্যয় ফসল উৎপাদনের বিভিন্ন প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করছে। নদী ভাঙ্গনের ফলে প্রচুর উৎপাদনশীল জমি নদীগর্ভে বিলীন হয়। কৃষি জমি কমে উৎপাদন ব্যহত হচ্ছে। আষাঢ়- শ্রাবণ মাসে তেমন বৃষ্টি হয় না, আবার আশ্বিন মাসের ৪-৫ দিন এমন বৃষ্টি হয় যে জলাবদ্ধতা হয়ে যায়। বন্যার কারণে আউশ ও আমন ধানের ব্যাপক ক্ষতি

হওয়ায় কৃষক সেচ ও খরচ নির্ভর বোরো ধানের দিকে ঝুঁকছে। ধানের দিকে কৃষক বেশী ঝুঁকে পড়ায় ডাল চাষের জমি হ্রাস পেয়েছে। তাছাড়াও পাট, গম ও আখ চাষ লক্ষণীয় ভাবে হ্রাস পেয়েছে।

গত ৫ বছরে কৃষি ও কৃষকের জন্য বিগত সরকারের কাজ:

- ফসলের প্রতিকূলতা সহিষ্ণু ও উচ্চফলনশীল নতুন জাত উদ্ভাবন ১৭৯টি।
- সেচ সুবিধা বাস্তবায়ন ৯ লাখ ৮১ হাজার ১৯৮ হেক্টর।
- খামার যান্ত্রিকীকরণে ভর্তুকি প্রদান ১৬৩ কোটি ৪১ লাখ টাকা।
- ৯ বছরে কৃষিতে ভতুর্কি প্রদান ৬০ হাজার ৮৬৫ কোটি টাকা।
- কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ড প্রদান ২ কোটি ৫ লাখ ৪৪ হাজার ২০৮ জন।
- ১০ টাকায় কৃষকের ব্যাংক একাউন্ট খোলা ৯১ লাখ ৯০ হাজার ৬৪টি।
- চার দফা নন-ইউরিয়া সারের মূল্য হ্রাস।
- মাটি ও জলবায়ুর ভিত্তিতে ফসলের ক্রপ জোনিং ম্যাপ প্রণয়ন ১৭টি।
- জাতীয় কৃষি নীতি ২০১৩, জাতীয় জৈব কৃষি নীতি ২০১৬, সমন্বিত সেচ নীতিমালা ২০১৭ সহ বিভিন্ন কৃষি উন্নয়ন নীতিমালা প্রণয়ন।
- পাটের জীবন রহস্য আবিষ্কার এবং পাটসহ পাঁচ শতাধিক ফসলের ক্ষতিকর ছত্রাকের জীবন রহস্য উন্মোচন।
- ৪৯৯টি কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্র।
- কৃষি কল সেন্টার (১৬১২৩), কৃষি কমিউনিটি রেডিও (আমতলী, বরগুনা), সকল সংস্থার তথ্য সমৃদ্ধ ওয়েবসাইট, মোবাইল এপস ই-বুক ইন্টারনেট সংযোগ, অনলাইনে ফার্টিলাইজার রিকমেন্ডেশন সিস্টেম প্রবর্তন।
- বাংলাদেশ ধান উৎপাদনে বিশ্বে ৪র্থ, সবজি উৎপাদনে ৩য়, আলু ও পেয়ারা উৎপাদনে ৮ম, আম উৎপাদনে ৭ম।

এই এলাকার কৃষি ও কৃষকের জন্য পরিকল্পনা:

- নদী ড্রেজিং এর মাধ্যমে নাব্যতা বৃদ্ধি, নদী তীরবর্তী এলাকায় আবাদী জমি পুনঃরুদ্ধার এবং নদীর পানি এলএলপি-এর মাধ্যমে উত্তোলন করে সেচ কার্য সম্প্রসারণ করে শস্য নিবিড়তা বৃদ্ধি ।
- কৃষি পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণে সরকারি-বেসরকারি উদ্যোক্তা তৈরি ।
- চর এলাকায় কৃষি ও কৃষকের জীবনমান উন্নয়নের জন্য চর গবেষণা স্থাপন ।
- জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি মোকাবেলায় খাদ্য নিরাপত্তা ও কৃষি উন্নয়ন তরান্বিত করার লক্ষ্যে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ ।
- কৃষক সংগঠনগুলোকে সক্রিয় শক্তিশালী করে কৃষি পণ্যের বাজারজাতকরণ এবং কৃষকদের ডাটাবেজ তৈরি ।
- উচ্চমূল্য ফসলের আবাদ সম্প্রসারণ ।
- দূর্যোগের পূর্বাভাসে কৃষকদের আগাম সতর্কবার্তা প্রদান ।

এই এলাকার কৃষি ও কৃষকের জন্য আমার দলের পরিকল্পনা:

- খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনে নিশ্চয়তা সবার জন্য পুষ্টিমান সম্পন্ন খাদ্যের যোগান দেওয়ার লক্ষ্যে দ্রুত কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ও খাদ্য স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের সফল ধারা অব্যাহত রাখা ।
- সময়মতো মানসম্পন্ন কৃষি উপকরণের উপর ভর্তুকি অব্যাহত রাখা ।
- কৃষিতে শ্রমিক সংকট লাঘবের জন্য সহজে ব্যবহার্য ও টেকসই কৃষি যন্ত্রপাতি সুলভে সহজপ্রাপ্য করা ।
- সহজ শর্তে সময়মতো কৃষি ঋণ, বিশেষ করে বর্গাচাষীদের জন্য জামানতবিহীন কৃষি ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা অব্যাহত রাখা ।
- মহিলা কৃষকদের জন্য গৃহাঙ্গন ও মাঠে ফসল চাষের জন্য কৃষি ঋণ আরও সহজপ্রাপ্য করা ।
- খাদ্যের পাশাপাশি আলু, শাক-সবজি, তৈলবীজ, মসলা, নানা জাতীয় ফলমূল, ফুল, লতাপাতা গুল্ম, ঔষধি ও ফসল উৎপাদনে বর্তমানে প্রদত্ত সহযোগিতা অব্যাহত রাখা ।
- কৃষি সম্প্রসারণ কার্যক্রমকে আরো শক্তিশালী করা ।

- স্থানীয় পর্যায়ে কোল্ড স্টোরেজ স্থাপন, ফসল প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং কৃষি পণ্যের দক্ষ সাপ্লাই চেইন/ ভ্যালু চেইন গড়ে তোলা, সেই সঙ্গে গ্রামীন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা ।
- কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহের সক্ষমতা আরো বৃদ্ধি করা বিশেষ করে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং, ন্যানো প্রযুক্তি, সংরক্ষণশীল ও সুনির্দিষ্ট কৃষি, হাইব্রিডাইজেশন, জিএম ফুড ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণাকে অগ্রাধিকার দেওয়া ।
- উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে স্থানীয় অবকাঠামো, কৃষক সংগঠন (এফএফএস), বিপনন সংগঠন, সমবায় সমিতি ও কৃষি ব্যবসায়ী সংগঠনগুলোকে শক্তিশালী করা ।

আমাদের দলের পরিকল্পনা নির্ধারণে তৃণমূল থেকে মতামত নেওয়া হয় ।

"জাতীয় জৈব কৃষি নীতি ২০১৬" বাস্তবায়নে চ্যালেঞ্জ হচ্ছে:

- মাটির উর্বরতা ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে, ফলে আগের তুলনায় এখন অনেক বেশী রাসায়নিক সার প্রয়োগ করতে হচ্ছে ।
- কীটনাশক বিষের ব্যবহার ক্রমশ: বাড়ছে অথচ শত্রু পোকার সংখ্যা ও প্রভাব বেড়ে চলছে ।
- সেচের প্রয়োজনে ভূ-গর্ভস্থ পানি যথেচ্ছ ব্যবহারের ফলে পানির স্তর ক্রমশ: নিচে চলে যাচ্ছে, পানির স্টক নিঃশেষিত হয়ে যাচ্ছে, সেচ খরচ বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং অন্তত ৪২ টি জেলায় পানিতে আর্সেনিক দূষণ বেড়ে যাচ্ছে ।

"জাতীয় জৈব কৃষি নীতি ২০১৬" বাস্তবায়নে পরিকল্পনা হচ্ছে:

- জলাধার নির্মাণ ও সংস্কারের মাধ্যমে বৃষ্টি ও বন্যার পানি সংরক্ষণ করতঃ সেচ কাজে ব্যবহারকে উৎসাহ ও প্রণোদনা প্রদান এবং এভাবে ভূ-গর্ভস্থ পানির চাপ কমিয়ে আনা ।
- নবায়নযোগ্য শক্তিকে সেচ কাজে ব্যবহারের উদ্যোগ নেওয়া ।
- শিক্ষা ব্যবস্থায় জৈব কৃষি সম্পর্কিত বিষয়াদি অন্তর্ভুক্ত করা ।
- জৈব কৃষি সংক্রান্ত জ্ঞান সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য ভান্ডার গঠনের উদ্যোগ নেওয়া ।

- ফসল ভিত্তিক জৈব কৃষি চাষাবাদ পদ্ধতি উদ্ভাবনের লক্ষ্যে গবেষণা পরিচালনা ও এর মাধ্যমে প্রাপ্ত ফলাফল কৃষকদের মাঝে সম্প্রসারণে প্রয়োজনীয় কর্মসূচী জোরদার করা ।
- জৈব কৃষি বিষয়ক সেমিনার, ওয়ার্কশপ আয়োজন এবং মাঠ পরিদর্শনের মাধ্যমে সচেতনতা সৃষ্টি ।

দেশের অন্যান্য সমস্যার মধ্যে অন্যতম সমস্যা রাসায়নিক সার ও বিভিন্ন বালাইনাশক বিষের ব্যবহার । এক্ষেত্রে করণীয়:

- শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জৈব কৃষি সম্পর্কিত দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি করা ।
- গুণগত মানসম্পন্ন জৈব উপকরণ সরবরাহ সহজলভ্য করা ।
- জৈব কৃষির মাধ্যমে উৎপাদিত দ্রব্যের সনদের জন্য উৎপাদনকারীকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান ।
- জৈব কৃষি পণ্যের স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বাজার সৃষ্টিতে সহযোগিতা প্রদান করা ।
- গুণগতমান সম্পন্ন জৈব কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদনের মাধ্যমে কৃষকদের অধিকতর আয়ের পথ সুগম করে তাদের জীবন মান উন্নয়নে ভূমিকা রাখা ।
- শিক্ষা ব্যবস্থায় জৈব কৃষি সম্পর্কিত বিষয়াদি অন্তর্ভুক্ত করা ।
- জৈব কৃষি বিষয়ক সেমিনার, ওয়ার্কশপ আয়োজন এবং মাঠ প্রদর্শনীর মাধ্যমে সচেতনতা সৃষ্টির ব্যবস্থা ব্যবস্থা করা ।

কৃষকেরা নিজেদের বীজ হারিয়ে ফেলছে, বাজারের বীজের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে । এক্ষেত্রে করণীয়:

- কৃষকদের সহযোগিতার মাধ্যমে এলাকাভিত্তিক বিভিন্ন ফসলের বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণের ব্যবস্থা গ্রহণ ।
- বীজ উৎপাদনে বিএডিসি-কে আরও বেশি সক্রিয় করা ।
- কৃষকদের বীজ উৎপাদন ও সংরক্ষণ বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ ।

উপজেলা বা জেলাভিত্তিক প্রয়োজনীয় অধিকাংশ খাদ্য স্থানীয়ভাবে উৎপাদন করে স্বনির্ভর হওয়া দরকার ।

কৃষিক্ষেত্রে নারীরা বঞ্চনার শিকার হচ্ছে। কৃষি খাতের ২০টি কাজের মধ্যে ১৭টিতেই নারীরা অংশগ্রহণ করছেন। কিন্তু আজও কৃষক হিসাবে নারীর কোন প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি নেই। নেই তার শ্রমের আর্থিক মূল্য, ফলে কৃষাণী স্বীকৃতি না থাকায় এ পেশায় রাষ্ট্রীয় প্রণোদনা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এক্ষেত্রে করণীয়:

- সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় যেমন- অর্থ, পরিকল্পনা, মহিলা বিষয়ক, শ্রম, শিল্প, বাণিজ্য, কৃষি, তথ্যপ্রযুক্তি, পরিবহন, আইন সবাইকে এক মঞ্চে সংহত হয়ে নীতিমালা গ্রহণ এবং তা বাস্তবায়ন করা।
- কৃষি শ্রম আইন প্রতিষ্ঠা করা।
- নারী কৃষি শ্রমিকদের জন্য নিরাপদ কর্ম-পরিবেশ তৈরী।
- প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের নারী শ্রমিকদের সংগঠিত করা।

শ্রমজীবি নারী, নারী শ্রমিক আন্দোলনের সংগঠন, শ্রমিক সংগঠনসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক সংগঠনের প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণে একটি প্লাটফরম গড়ে তোলা।

### এ.বি.এম. মোস্তফা কামাল পাশা (ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ)

কৃষি এবং কৃষকের বর্তমান অবস্থা না ঘর কা না ঘাটকা। উৎপাদন মূল্যের চেয়ে বিক্রয় মূল্য কম বিধায় উৎপাদন করেও কৃষকের আর্থিক অস্বচ্ছলতা কাটছে না।

এখানকার কৃষকদের প্রধান তিনটি সমস্যা: বাস্তব/ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের অভাব; আর্থিক অস্বচ্ছলতা (সুদমুক্ত মূলধনের অভাব); সরকারি ব্যবস্থাপনা অপ্রতুল (বীজ, সার, কীটনাশকের ভেজালের ব্যাপারে সরকার অন্ধ)।

বর্তমানে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব লক্ষণীয়। খরা, অতি বৃষ্টি, অসময়ে বন্যাই তার উদাহরণ।

দলীয় সংকীর্নতার উর্দ্ধে উঠে প্রান্তিক চাষীদের কল্যাণে সরকারি সুযোগ-সুবিধা দেওয়া বাঞ্চনীয়।

আমার পরিকল্পনা হল প্রান্তিক ও বর্গা চাষীসহ সকল কৃষক ও কৃষির যুগোপযোগী উন্নয়ন তরান্বিত করা ।

আমার এবং আমার দলের সিদ্ধান্ত হচ্ছে কৃষি এবং কৃষকের উন্নয়নে পরিবেশ বান্ধব উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা। এ পরিকল্পনা তৃণমূল থেকে নেওয়া হয়।

জাতীয় জৈব নীতি বাস্তবায়নে আমার পরিকল্পনা সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রকল্প গ্রহণ করা।

কৃষিতে রাসায়নিক সার ও বালাইনাশক বিষের ব্যবহার আমার মতে দেশের এক নম্বর সমস্যা। এই অবস্থা নিরসনে জীববৈচিত্র্য এবং জনস্বাস্থ্য রক্ষায় প্রয়োজনীয় গবেষণা এবং ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ জরুরী। দেশের কৃষি ইন্সটিটিউট এবং কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে রাসায়নিক প্রযুক্তি পরিহার করে কিভাবে কৃষি ও কৃষকের মান উন্নয়ন ও জীববৈচিত্র্য রক্ষা করা যায় তার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিৎ।

যে এলাকাতে বেশি খাদ্য উৎপাদন সম্ভব সেখানে স্বনির্ভরতার জন্য অতিরিক্ত খাদ্য উৎপাদন করা যেতে পারে। কিন্তু প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের পরও অতিরিক্ত খাদ্য উৎপাদন সম্ভব না হলে অন্য এলাকা থেকে সমন্বয় করা যেতে পারে।

নারী-পুরুষের শ্রমের বিপরীতে মজুরী বৈষম্য নিরসন করা দরকার। নারীরা বেশী শ্রম দিয়েও কম মজুরী পায়, এটা মানবিক মূল্যবোধের পরিপন্থী। সাংবিধানিকভাবে আইন প্রণয়ন করে নারীদের শ্রম অধিকার রক্ষা করা দরকার।

### কাজী রফিকুল ইসলাম (বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপি)

(দুইবার দেখা করে তথ্য প্রদানের জন্য অনুরোধ জানানো হয়। কিন্তু তিনি দলের নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে হামলা, মামলা, নির্বাচনী প্রচারণা নিয়ে ব্যস্ততা ও মানসিক দুশ্চিন্তায় থাকায় তথ্য প্রদানে সময় দিতে না চেয়ে অসম্মতি প্রদান করেন। এসময় স্থানীয় নেতা-কর্মীরা নিম্নোক্ত মতামত প্রদান করেন)

সারিয়াকান্দি- সোনাতলা নির্বাচনী এলাকা কৃষকের একটি উজ্জল সম্ভাবনাময় এলাকা। এখানে দুই রকম ভূ-প্রকৃতি: বিশাল চরাঞ্চল ও অন্যান্য উঁচু চরের মাটি বালি মিশ্রিত। পাশাপাশি বন্যার সময় পলি জমে জমি উর্বর হয়ে উঠে। এখানে তিল, তিসি, কাউন, বাদাম, খ্যারাসি চাষ হয়। এসব জমিতে রাসায়নিক সার, কীটনাশক প্রয়োগ করা লাগে না। তবে যোগাযোগ ব্যবস্থা খারাপ হওয়ায় এখানকার কৃষক সময়মত ফসল বাজারজাত করতে পারে না। এছাড়া বাজারে নিয়ে গেলে অনেক সময় কম মূল্যে বিক্রি করতে হয়। পাশাপাশি উঁচু জমির কৃষকদের অবস্থা একটু ভাল। এখানকার কৃষকরা সজাগ-সচেতন। তবে সকল কৃষক সরকারি ডিজিটাল সুযোগ সুবিধা পায় না। দলীয়ভাবে কৃষকরা সুবিধা পাচ্ছে। সরকারিভাবে ভাল মানের বীজ বরাদ্দ হলেও অনেক কৃষক তা পায় না। শুধু দলীয়ভাবে বিতরণ করা হয়। সময় মত সার, বীজ এবং সেচের

সমস্যাও হয়। আর সকল কৃষকই ফসলের ন্যায্য মূল্য না পাওয়ায় তাদের অবস্থা শোচনীয় হয়ে উঠছে।

এ বছর এই এলাকার কৃষকের প্রধান সমস্যা ধান ক্ষেতে ব্যাপক পোকার আক্রমণ।

জলবায়ু পরিবর্তনে সবচেয়ে ক্ষতি হয় কৃষকের। সারিয়াকান্দি নদী বিধৌত চর এলাকা হওয়ায় এখানে জলবায়ু পরিবর্তনের ব্যাপক পভাব পড়ছে। অসময়ে বৃষ্টি, খরা, বন্যা ফসলের ব্যাপক ক্ষতি করছে।

বিগত সরকারের আমলে কৃষি ও কৃষকের জন্য যা করা হয়েছে, সেসব সুবিধা সরকার দলীয় কৃষকরা বেশি পেয়েছে। সম্ভাবনাময় সকল কৃষকই এসব সুবিধা পায়নি। তবে সরকার কৃষকদের জন্য বীজ, সার দিয়েছে, কৃষি কার্ড করে দিয়েছে। এতে কৃষকদের উৎসাহ বেড়েছে।

আমাদের দলের পরিকল্পনা হচ্ছে, প্রাকৃতিক পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য রক্ষায় এবং জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় টেকসই কৃষি কৌশল গ্রহণ করা। আমাদের এসব পরিকল্পনা তৃণমূল থেকে নেওয়া হয়।

"জাতীয় জৈব কৃষি নীতি ২০১৬" সম্পর্কে জানা নেই। তবে কৃষকদের মাঝে এই নীতিমালা গ্রহণের জন্য সরকারের ব্যবস্থা নেওয়া উচিৎ।

কৃষিতে রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহার করাটা সমস্যা, তবে এক নম্বর সমস্যা নয়। বিভিন্ন গাছ-গাছড়া দিয়ে যেমন ইউনানী ঔষধ তৈরি হয়, তেমনি বালাইনাশক তৈরি করে ফসলের পোকা, রোগ দমন করতে হবে। আমাদেরকে নিরাপদ খাদ্য তৈরি করতে হবে। এজন্য বি.এন.পি.-র নির্বাচনী ইশতেহারে বলা আছে- ক্ষমতায় গেলে এক বছরের মধ্যে মানুষকে ভেজাল ও রাসায়নিকমুক্ত নিরাপদ খাদ্য পাবার নিশ্চয়তা দেওয়া হবে।

আমাদের দলের ভাইস-চেয়ারম্যান জনাব তারেক রহমান কৃষকদের নিজে বীজ সংরক্ষণ করে চাষাবাদের কথা বলেছেন। তবে কৃষকদের বীজ সংরক্ষণের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা উচিৎ। এছাড়া গ্রামে বীজ সমবায় সমিতি গঠন করে কৃষকদের মাঝে বীজ বিতরণ করা যেতে পারে।

সব এলাকাতে সব ফসল হয় না। আমাদের এলাকায় ধান, পাট, তিল, কাউন, খেসারী, বাদাম হয়। অন্য এলাকায় তা হয় না। কাজেই অন্য এলাকা থেকে নিয়ে এসে এখানকার চাহিদা পূরণ করা উচিৎ।

নারীদের চেয়ে পুরুষের এনার্জি বেশি। পুরুষেরা যে কাজ বেশী শ্রম দিয়ে করতে পারবে নারীরা তা পারবে না। কাজেই এখানে শ্রম মজুরীর বৈষম্য থাকবে।

**আনোয়ারা, চট্টগ্রাম**

| নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নাম | প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর নাম | মনোনয়ন প্রদানকারী রাজনৈতিক দলের নাম/ স্বতন্ত্র | বরাদ্দকৃত প্রতীক |
|---|---|---|---|
| ২৯০ চট্টগ্রাম-১৩ | উজ্জ্বল ভৌমিক | গণ ফোরাম | উদীয়মান সূর্য |
| | এম.এ. মতিন | বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্ট | মোমবাতি |
| | নারায়ন রক্ষিত | বাংলাদেশ ন্যাশনালিষ্ট ফ্রন্ট | টেলিভিশন |
| | মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী | ইসলামিক ফ্রন্ট বাংলাদেশ | চেয়ার |
| | মোহাম্মদ এরফানুল হক চৌধুরী | ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ | হাতপাখা |
| | মৌলভী রশিদুল হক | বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন | বটগাছ |
| | সরওয়ার জামাল নিজাম | বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বি.এন.পি. | ধানের শীষ |
| | সাইফুজ্জামান চৌধুরী | বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ | নৌকা |

**উজ্জল ভৌমিক (গণফোরাম)**

চট্টগ্রামের আনোয়ারার কৃষি ও কৃষকের অবস্থা গতানুগতিক। বিগত কয়েক বছরের তুলনায় তেমন কোন পার্থক্য নেই। বাংলাদেশের অন্যান্য এলাকার মত এ এলাকায়ও কৃষকরা উৎপাদিত কৃষি পণ্যের ন্যায্য মূল্য পায় না। ফসল ক্রয়ে সরকারি ব্যবস্থাপনার সাথে কৃষকদের সমন্বয়হীনতার অভাব। কৃষকরা কৃষি কাজ করে আর্থিক সংকট মোকাবেলা করতে পারে না।

এই এলাকায় জলবায়ু পরিবর্তনের ব্যাপক প্রভাব আছে। যে হারে এলাকায় মিল-কারখানা গড়ে উঠছে তাতে জলবায়ু পরিবর্তন আরও তরান্বিত হচ্ছে।

**আমার পরিকল্পনাঃ**

- আনোয়ারার কৃষকদের জন্য ভর্তুকির ব্যবস্থা করা, যাতে কৃষকরা ন্যায্য মূল্য পায় ।
- সরকারি ব্যবস্থাপনায় যাতে কৃষকরা উপকৃত হয় সে লক্ষ্যে কাজ করব ।
- কৃষকদের সহজ শর্তে ঋণের ব্যবস্থা করব ।

রাজনৈতিক দলের কৃষি পরিকল্পনা নির্ধারণে তৃণমূল থেকে মতামত নেওয়া হয় না ।

কৃষিতে রাসায়নিকের বিষক্রিয়াকে আমি এক নম্বর সমস্যা মনে করি । কারণ আগে নিরাপত্তা, পরে উৎপাদন । নিরাপদ খাদ্য সরবরাহ করাটা সরকারের এক নম্বর চ্যালেঞ্জ হওয়া দরকার ।

কৃষিকাজের জন্য কৃষকরা আধুনিক যন্ত্রপাতির উপর নির্ভরশীল হচ্ছে এটা ভাল, তবে প্রত্যেক কৃষকের নিজ ঘরে বীজ রাখা দরকার ।

আমি মনে করি প্রয়োজনীয় অধিকাংশ খাদ্য জেলা বা উপজেলাতেই হওয়া দরকার, কিন্তু যেভাবে আবাদী জমি দিন দিন কমে যাচ্ছে তাতে এটা সম্ভব হয় না ।

## সাইফুজ্জামান চৌধুরী (বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ)

আনোয়ারার কৃষি ও কৃষকের অবস্থা ভাল । কিন্তু আবাদী জমি কমে যাচ্ছে । আর কৃষি উৎপাদন খরচ অনেক বেশী ।

কৃষিতে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব একটু আছে । তার কারণ, আনোয়ারায় নতুন নতুন শিল্প কারখানা গড়ে উঠেছে এবং আরও হবে ।

বিগত সরকার গত কয়েক বছরে কৃষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাসহ সার, বীজ, সহজ শর্তে ঋণসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা প্রদান করছে । এতে কৃষকরা উপকৃত হয়েছেন এবং বোরো মৌসুমে যাতে লোডশেডিং না হয় সেজন্য পদক্ষেপ নিয়েছি ।

জাতীয় জৈব কৃষি নীতি-তে কৃষকদের উৎসাহিত করার ব্যাপারে ইতোমধ্যে কৃষি অফিসারকে তাগাদা দেওয়া হয়েছে । এ ব্যাপারে যে ধরনের সহযোগিতা দরকার তা প্রদান করার আশ্বাস দিয়েছি ।

**শ্যামনগর, সাতক্ষীরা**

| নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নাম | প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর নাম | মনোনয়ন প্রদানকারী রাজনৈতিক দলের নাম/ স্বতন্ত্র | বরাদ্দকৃত প্রতীক |
|---|---|---|---|
| ১০৮ সাতক্ষীরা-৪ | এইচ, এম গোলাম রেজা | বিকল্প ধারা বাংলাদেশ | কুলা |
| | এস, এম, জগলুল হায়দার | বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ | নৌকা |
| | জি. এম নজরুল ইসলাম | বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বি.এন.পি. | ধানের শীষ |
| | মোঃ আব্দুল করিম | ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ | হাতপাখা |
| | মোঃ আব্দুস সাত্তার মোড়ল | জাতীয় পার্টি | লাঙ্গল |
| | মোঃ রবিউল ইসলাম জোয়ার্দ্দার | প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক দল- পিডিপি | বাঘ |

**এইচ এম গোলাম রেজা (বিকল্প ধারা)**

কৃষকরা এখন বেশি ভাল নেই, কৃষি কাজে বেশি লাভ নাই। কৃষকদের অধিকাংশই ঋণগ্রস্ত। কৃষিকাজ ছেড়ে দিয়ে অন্য পেশায় চলে যাচ্ছে।

কৃষির প্রধান সমস্যা: ১. মিঠা পানির অভাবে সবসময় ফসল উৎপাদন করতে পারে না; ২. কৃষক এখন আর স্বাধীন নাই, কোম্পানির উপর নির্ভরশীল হয়ে গেছে।

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে আমার এলাকার কৃষি ব্যাপক ক্ষতি ও ঝুঁকির মধ্যে আছে।

বিগত ৫ বছরে সরকার কৃষি খাতে যথেষ্ট অর্থ দিয়েছে, কিন্তু সেটা সঠিক বাস্তবায়ন হয় নাই। সরকারের পরিকল্পনার সাথে কাজের মিল থাকলে কৃষকের উন্নয়ন হবে।

আমি নির্বাচিত হলে সরকারি ও বেসরকারি মিলিত উদ্যোগে মিঠা পানি পাওয়ার জন্য সাপ্লাই মেশিন স্থাপন করব। একবার আমি নির্বাচিত হয়েছিলাম তখন উপজেলা পর্যায়ে একটি সাপ্লাই মেশিন বসিয়েছিলাম।

আমার দল কৃষকদের উন্নয়নে কাজ করবে। দলের পরিকল্পনায় তৃণমূল থেকে মতামত নেওয়া হয়।

রাসায়নিক কৃষির কারণে অনেক রকম রোগে আক্রান্ত হচ্ছি। এর থেকে বাঁচতে হলে জৈব কৃষি করতে হবে।

কৃষিতে রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহার এক নম্বর সমস্যা বলে মনে করি। এর থেকে পরিত্রাণের জন্য বেশী করে গোবর সার দিতে হবে, গরু পালতে হবে।

যেসব ফসল এখানে হয়, সেগুলো উৎপাদন করে চাহিদা পূরণ করা উচিৎ। আর যেগুলো হয় না, সেগুলো বাইরে থেকে আনতে হবে।

নারী হোক বা পুরুষ হোক সম অধিকার দিতে হবে। কোন প্রকার বৈষম্য করা যাবে না। কৃষিকে বাদ দিয়ে কোন প্রকার উন্নয়ন করা সম্ভব না।

**এস এম জগলুল হায়দার (বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ)**

আমার নির্বাচনী এলাকায় কৃষির অবস্থা ভালো। আগের তুলনায় খুবই ভালো। এখন কৃষকের কাছে সব সময় টাকা থাকে। আগে যোগাযোগ ব্যবস্থা ভাল ছিল না, এখন আমার এলাকায় যোগাযোগ ব্যবস্থা অনেক ভালো। ফলে কৃষক উৎপাদিত ফসল বিক্রয় করতে পারে।

এই এলাকার কৃষি ও কৃষক সমাজের প্রধান তিনটি সমস্যা: ১. লবণাক্ততার প্রভাব; ২. জমির হারি (জমি নেওয়ার খরচ) ও রাসায়নিক সার-বিষের দাম বেশি, ফলে ফসল উৎপাদন করেও কৃষক লাভবান হচ্ছে না; ৩. তুলনামূলক মাটিতে জৈব শক্তি কম।

বাংলাদেশের দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের উপকূলে সুন্দরবন সংলগ্ন এলাকায় শ্যামনগর অবস্থিত, ফলে এখানে কৃষি জলবায়ু পরিবর্তনের ব্যাপক ঝুঁকির মধ্যে আছে।

বিগত ৫ বছরে সরকার কৃষি কার্ড দিয়েছে, ভর্তুকি দিয়ে কৃষকের সার-বিষের চাহিদা মিটিয়েছে, খাল খনন করে জলাবদ্ধতা নিরসন করেছে, ১০ টাকা দিয়ে ব্যাংক হিসাব করার ব্যবস্থা করে দিয়েছে।

এই এলাকার কৃষকদের জন্য আমার পরিকল্পনা:

- কৃষকদের উৎপাদিত ফসল যথাসময়ে রপ্তানির সুযোগ করে দেওয়া
- কৃষক এর চাহিদা পূরণ করা।

আমার দলের পরিকল্পনা কৃষি খাতে উন্নয়ন করা। দলের পরিকল্পনা নির্ধারণের সময় তৃণমূল থেকে মতামত গ্রহণ করা হয়।

জাতীয় জৈব কৃষি নীতিতে আমি বিশ্বাসী, তবে এটি বাস্তবায়নে অধিক সময় লাগবে।

কৃষিতে রাসায়নিক সার ও বিষের ব্যবহারে সমস্যা হয়। এগুলো বন্ধ করে বিকল্প পদ্ধতি ও প্রযুক্তি তৈরি ও ব্যবহার করতে হবে।

কৃষককে নিজের মত করে কৃষি কাজ করার সুযোগ করে দিতে হবে।

নিজেদের এলাকার প্রয়োজনীয় খাদ্য নিজেদেরই উৎপাদন করা উচিৎ। বাংলাদেশ এখন খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ।

আমি বিশ্বাস করি কৃষি ক্ষেত্রে নারীদের অনেক অবদান আছে। কোন বৈষম্য রাখা যাবে না। নারী হোক আর পুরুষ হোক যে যেমন কাজ করবে তার তেমন মজুরী দিতে হবে। রিইব এর কাজের এলাকা বৃদ্ধি করা উচিৎ। আমার নির্বাচনী এলাকার সব জায়গায় কাজ করতে হবে।

**মাওলানা মোঃ আব্দুল করিম (ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ):**

আমার এলাকার কৃষকরা বেশী ধান চাষ করে। কৃষকদের অবস্থা ভাল বলা যায়।

কৃষি সমস্যা: ১. ফসল উৎপাদন করতে যে পরিমাণ খরচ হচ্ছে, তুলনামূলক লাভ হচ্ছে না; ২. লবণাক্ততা; ৩. বেশির ভাগ জমি নিচু।

বিগত সরকারের কাজ: খাল খনন, সারের অভাব পড়ে নাই, কৃষি পণ্য ন্যায্য মূল্যে বিক্রয় করার ব্যবস্থা আছে।

আমি নির্বাচিত হলে বিলের জলাবদ্ধতা নিরসন করব।

আমার দলের কৃষি পরিকল্পনা: কৃষকের উৎপাদিত ফসল ন্যায্য মূল্যে বিক্রয় করার সুযোগ থাকবে।

দলের  জৈব কৃষি নীতিমালা ২০১৬ পাশ করেছে, কিন্তু এইটা প্রচার করতে হবে। কৃষকদের মাধ্যমে এটা মাঠে বাস্তবায়ন করতে হবে।

রাসায়নিক সার-বিষ ব্যবহারের ফলে অনেক রোগ-ব্যাধি হয়, এইটা একটা বড় সমস্যা। এই সমস্যা সমাধানের জন্য জৈব উপায়ে ফসল চাষ করতে হবে।

আগের মত কৃষকের বাড়িতে দেশী ফসলের বীজ রাখতে হবে, চাষ করতে হবে, গরু লাঙ্গল ব্যবহার করতে হবে। এসব বিষয়ে কৃষকদের সচেতন করতে হবে।

আমার এলাকায় অনেক ধান চাষ হয়, সেটা কৃষকরা বাইরে বিক্রি করেন। আর সবজি বাইরে থেকে আনতে হয়।

কৃষি ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের কোন বৈষম্য করা যাবে না। বৈষম্য থাকলে উন্নয়ন করা সম্ভব না। নারী-পুরুষ মিলিতভাবে কাজ করতে হবে। আর জৈব কৃষি নিয়ে সারা বাংলাদেশে কাজ করা দরকার। আমি নির্বাচিত হলে আমার এলাকায় জৈব কৃষি বাস্তবায়ন করব।

**নির্বাচনী পরিস্থিতিঃ**

৫ জন নির্বাচনী প্রার্থীর মধ্যে ১ জন কারাগারে, ১ জন এলাকার বাইরে এবং ৩ জন এলাকায় ছিলেন।

নীলফামারী-২ (নীলফামারী সদর)

| নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নাম | প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর নাম | মনোনয়ন প্রদানকারী রাজনৈতিক দলের নাম/ স্বতন্ত্র | বরাদ্দকৃত প্রতীক |
|---|---|---|---|
| ০১৩ নীলফামারী-২ | আসাদুজ্জামান নূর | বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ | নৌকা |
| | মোছা: রাবেয়া বেগম | ন্যাশনাল পিপলস পার্টি | আম |
| | মোঃ জহুরুল ইসলাম | ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ | হাতপাখা |
| | মোঃ মনিরুজ্জামান (মন্টু) | বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বি.এন.পি. | ধানের শীষ |
| | এজানুর রহমান | স্বতন্ত্র | ট্রাক মার্কা |

মোছা: রাবেয়া বেগম (ন্যাশনাল পিপলস পার্টি মনোনীত ও ন্যাশনালিস্ট ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট সমর্থিত)

কৃষি ও কৃষকের অবস্থা আগের থেকে উন্নত । রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের ব্যবহারের ফলে উৎপাদন বেশি হচ্ছে, ফলন বেশি হচ্ছে, আবার মানুষের ক্ষতিও হচ্ছে।

কৃষি ও কৃষকের প্রধান সমস্যা:

- কৃষকরা পণ্যের ন্যায্য মূল্য পায় না
- কৃষি উপকরণের দাম বেশি
- সেচের সময় বিদ্যুৎ থাকে না, ধানের ক্ষেতে বিভিন্ন রোগ-বালাই হয়।

কৃষিতে জলবায়ুতে পরিবর্তনের প্রভাব এই এলাকায় অনেক বেশি। যেমন: ফসল ঘরে তোলার সময় বন্যা হয়, ঝড় ও পাথরসহ শিলাবৃষ্টি হয়। অন্যবারের চেয়ে এবার বৃষ্টি কম হয়েছে প্রয়োজনের তুলনায়।

বিগত সরকারের ৫ বছরের কাজ সম্পর্কে তেমন জানি না। তবে প্রযুক্তির মাধ্যমে কৃষকের অনেক সুবিধা করে দিয়েছে, যেমন ধান কাটার মেশিন দিয়েছে, ধান বা ভূট্টা মাড়াই করার ব্যবস্থা করে দিয়েছে।

আমার পরিকল্পনা হলো কৃষকের সুখে-দুঃখে পাশে দাড়াবো।

আমার দল এখনও কৃষি ও কৃষকের ব্যাপারে মতামত দেয়নি। আর দলের পরিকল্পনা নির্ধারণে তৃণমূলের মতামত নেওয়া হয় কিনা তা বলতে পারবো না।

রাসায়নিক সার বাদ দিয়ে জৈব সার দিয়ে চাষাবাদ করাটাই জৈব কৃষি নীতি বাস্তবায়নের প্রধান চ্যালেঞ্জ। এই নীতি বেশি করে কৃষকের মাঝে প্রচার করা দরকার, কৃষকের কাছে যেতে হবে, বুঝাতে হবে, সুন্দর করে মনযোগ দিয়ে চাষাবাদ করার জন্য বলতে হবে।

কৃষিতে রাসায়নিক সার ও বিষের ব্যবহারকে সমস্যা বলে মনে করি। এক্ষেত্রে বেশি করে জৈব সার ব্যবহার করতে হবে। তাহলে আমরা বিষমুক্ত খাবার খেতে পারব।

কৃষকদের নিজেদের বীজ সংরক্ষণ করতে হবে। অন্যদের অর্থাৎ কোম্পানির উপর নির্ভর করা বন্ধ করতে হবে।

আমাদের নিজ এলাকাতেই খাদ্য উৎপাদন করে চাহিদা পূরণ করা দরকার।

নারী-পুরুষ দুজনের সমান অধিকার দেওয়া উচিৎ। এখন নারীদের অবহেলিত করা হচ্ছে। তবে নারীরাও যে পারে তা পুরুষদের দেখিয়ে দিচ্ছে। তাদের অগ্রাধিকার বা অধিকার সরকারের কাছে তুলে ধরতে হবে।

**মাওলানা মোঃ জহুরুল ইসলাম (ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ)**

কৃষি ও কৃষকের অবস্থা ভাল না। কারণ উৎপাদন মোটামুটি ভাল হয়, কিন্তু কৃষকরা উৎপাদিত ফসলের দাম পায় না, লোকসান গুনতে হয়। কৃষকরা আর কৃষি করতে চাচ্ছে না, তারা এখন অটোরিক্সা চালাচ্ছে, কল-কারখানায় কাজ করা শুরু করছে।

কৃষি ও কৃষকের প্রধান সমস্যা:

- সঠিকভাবে মান সম্পন্ন বীজ সরবরাহ না থাকা
- কৃষক ব্যাংক থেকে সঠিক সময়ে কৃষি ঋণ পায় না, হয়রানি করা হয়
- প্রয়োজন মত কৃষি যন্ত্র সরবরাহ না থাকা।

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে নীলফামারী মধ্যম ঝুঁকিতে আছে। এখানে অসময়ে শীত, বন্যা, খরা প্রবণতা বেশি।

বিগত সরকার ভতুর্কির মাধ্যমে সেচ যন্ত্রের ব্যবস্থা করেছে। কিছু কিছু পাওয়ার টিলার দিয়েছে। সেখানে সুষম বন্টন হয় নাই। তাদের দলের লোকজনই পেয়েছে। কৃষকরা যদিও পেয়েছে কিন্তু চাহিদামত নয়। আরো প্রযুক্তি ও যন্ত্রপাতি প্রয়োজন।

আমার পরিকল্পনা হলো: ফসল উৎপাদনে যে ব্যয় হয় সেই ক্ষেত্রে আমার নিজের পক্ষ থেকে বীজ, সার, কৃষি যন্ত্রপাতি ৫০% কম মূল্যে দিব। যাতে কৃষক লাভ করতে পারে।

আমার দলেরও একই পরিকল্পনা, যাতে কৃষক অর্ধেক মূল্যে কৃষি উপকরণ পায়। তৃণমুল থেকেই মতামত দলের পরিকল্পনায় নেওয়া হয়।

কৃষকরা দীর্ঘদিন ধরে যে কীটনাশক ব্যবহার করছে সেটা থেকে বাইরের হতে হবে এবং এতে সময় লাগবে। নিমপাতার রস দিয়ে যে পোকা দমন হয়, কৃষকরা সে সম্পর্কে অবগত নয়, বা আত্মবিশ্বাসীও নয়। ব্যবহারিকভাবে তাদেরকে নিমপাতা, গোমূত্র ইত্যাদি পদ্ধতির উপকার হয় কিনা তা দেখাতে হবে।

আমাদের জমিতে এখন জৈবসারের প্রচুর ব্যবহার প্রয়োজন। তাহলে এর ফলে মাটি উর্বর হয়, পানি ধরে রাখে, কৃষকের খরচ কম হয়। এই বিষয়ে কৃষককে উদ্বুদ্ধ করা ও প্রশিক্ষণ প্রদান দরকার।

কৃষিতে রাসায়নিক সার ও বিষের ব্যবহারকে আমি এক নম্বর সমস্যা মনে করি। এসবের কিছু বিকল্প আছে: ফেরোমন ফাঁদ, আলোক ফাঁদ; এসব ব্যবহার করা দরকার। ইউরিয়া কম দিলে পোকার আক্রমন কমে যাবে। এছাড়া নিয়মিত মাটি পরীক্ষা করা দরকার, তাহলে কতটুকু জৈব পদার্থ আছে তা বোঝা যাবে। এছাড়া এক ফসল বারবার না করা, ডাল ফসল করা, জমিকে বিশ্রাম দেওয়া, সবুজ সার প্রভৃতি দরকার। এগুলো করতে কৃষককে উদ্বুদ্ধ করতে হবে, উপকারিতা বুঝাতে হবে।

বীজ সংরক্ষণ পদ্ধতি কৃষককে জানতে হবে। বিশেষ করে ডাল ফসলের বীজ উৎপাদন ও সংরক্ষণ করতে হবে। সরকারিভাবে এ ব্যাপারে কৃষকদের প্রশিক্ষণ দিতে হবে। হাইব্রিড বীজ থেকে পরবর্তী বছর ফসল করা যায় না, ফলে কোম্পানির লাভ হয়। বিএডিসি বা কৃষি গবেষণাগার থেকে বীজ নিতে হবে। সরকারি কৃষককে স্বনির্ভর করার জন্য উদ্যোগ নিতে হবে। বিএডিসি-র উচিৎ প্রশিক্ষণ দেওয়া যাতে কৃষকরা বীজ সংরক্ষণ করতে পারে।

এই উপজেলা বা জেলাভিত্তিক খাদ্য স্বনির্ভরতা অর্জন করা দরকার। পারলে অন্য উপজেলা বা জেলায় খাদ্য পাঠাবো। জমির শ্রেণি বিন্যাস করে চাষাবাদ করতে হবে। ধানের পর ডাল, এরপর পাট এভাবে আবাদ করতে হবে।

ইসলামের দৃষ্টিতে নারীদের পরিপূর্ণ অধিকার রয়েছে। নারীর ধান ক্ষেতে বা পাট ক্ষেতে কাজ করা যাবে না, কারণ পর্দার ব্যাপার আছে। কৃষি ক্ষেত্রে বৈষম্য হচ্ছে; বেশির ভাগ কাজ

চুক্তিভিত্তিক হচ্ছে। এখানে পুরুষের দায়িত্ব বেশি, নারীদের দায়িত্ব কম। নারীরা শারীরিক গঠনগত ভাবে ধানের বস্তা উঠাতে বা বহন করতে পারে না। যোগ্যতা অনুযায়ী কাজ করতে হবে। আমরা ক্ষমতায় আসলে নারীদের চাহিদা চিহ্নিত করে সমাধান করা হবে, বিভিন্ন ভাতা দেওয়া হবে, যেমন অসচ্ছল ভাতা, বৃদ্ধ ভাতা, বিধবা ভাতা ইত্যাদি। নারীদের সম্মান ও পর্দার কথা চিন্তা করে তাদের চাষাবাদ করাতে আমরা চাচ্ছি না। শরিয়াহ্ মোতাবেক কাজ করতে হবে। নারীদের স্বনির্ভর করতে হলে ক্ষেতের কৃষি বাদেও কুটির শিল্প, হাঁস-মুরগী পালন, সেলাই এর কাজ ইত্যাদি করতে হবে। রোদে নারীদের ত্বক সহনশীল নয়, তাছাড়া গর্ভবতী হলে কাজের সমস্যা হয়।

**মনিরুজ্জামান মন্টু (বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপি)**

এখানকার কৃষি ও কৃষকের অবস্থা ভাল না।

কৃষি ও কৃষকের প্রধান সমস্যা:

- কৃষক পণ্যের ন্যায্য মূল্য পাচ্ছে না
- সারের দাম বেশি
- দিনমজুরের মূল্য বেশি হওয়ায় কৃষক ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

নীলফামারীর কৃষিতে জলবায়ুর প্রভাব আছে। নদী মরে যাচ্ছে, পানি থাকছে না, নদী বেঁচে থাকলে পানি থাকবে। সেই পানি দিয়ে কৃষি জমির সেচের ব্যবস্থা হবে।

বিগত সরকার কৃষকের জন্য কোন সম্ভাবনাময় কাজ করে নাই।

আমার পরিকল্পনা: কৃষক যেন সঠিক সময়ে স্বল্প মূল্যে সার পায়, ফসলের ন্যায্য মূল্য পায়, সুদমুক্ত কৃষি ঋণ পায় সেজন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করব।

আমার দলের পরিকল্পনা: কৃষক যেন সঠিক সময়ে স্বল্প মূল্যে সার পায়, ফসলের ন্যায্য মূল্য পায়, সুদমুক্ত কৃষি ঋণের ব্যবস্থা, আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতে পারে এবং কৃষি উপকরণ সহজলভ্য করা।

জাতীয় জৈব কৃষি নীতি ২০১৬- সম্পর্কে জানি না।

কৃষিতে রাসায়নিক সার ও বিষের ব্যবহারকে এক নম্বর সমস্যা মনে করি। এক্ষেত্রে করণীয়: প্রাকৃতিক উপায়ে পোকা দমন, ফাঁদ ব্যবহার, জৈব সার ব্যবহার।

বীজের ব্যাপারে কৃষি অধিদপ্তরকে স্থানীয়ভাবে খামার করে বা ব্লকে কৃষককে দিয়ে বীজ উৎপাদন করাতে হবে। কৃষি অধিদপ্তরকে বীজ সংগ্রহ করে কৃষকদের মাঝে দিতে হবে।

আমি নিজ উপজেলা বা জেলাকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করতে চাই। এছাড়া যে ফসলটা নীলফামারীতে কম হচ্ছে সেটা অন্য এলাকা থেকে নিয়ে আসতে হবে, আবার যেটা এখানে বেশি হয় সেটা অন্য এলাকায় পাঠানো হবে, এভাবে আদান-প্রদান করতে হবে।

নারী-পুরুষের মজুরি বৈষম্য দূর হওয়া দরকার। নারীদেরকে অধিকার ও মর্যাদা দিতে হবে তাহলে সমতা হবে।

**এজানুর রহমান (স্বতন্ত্র প্রার্থী- ট্রাক মার্কা)**

কৃষক খুবই সমস্যার মধ্যে আছে। তারা চাষাবাদ ছেড়ে দিতে চায়। তাদের জমি-জমা কমে যাচ্ছে। তারা খুবই কষ্টে জীবন যাপন করছে। বিশেষ করে যারা শুধু কৃষির উপর নির্ভরশীল তাদের ছেলে-মেয়েদের উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করতে পারছেন না ।

**কৃষকদের প্রধান সমস্যাঃ**

- আর্থিক সমস্যা
- ব্যাংক ঠিক মত তাদের বিনা সুদে ঋণ দেয় না। ঋণ নিতে হলে ঘুষ দিতে হয়, তাই ঋণ নিয়েও কাজ হয় না
- আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি না থাকায় তাদের সমস্যা হয়: ধান রোপণ করা মেশিন, ধান মাড়াই মেশিন, ট্রাক্টর প্রভৃতি।

এই এলাকায় বন্যা তেমন হয় না, গত বছর (২০১৭) হয়েছিল। মোটামুটি ভাল আছি। আমি নিজে আদা চাষ করি। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে আদার বিভিন্ন রোগ হয়, যার ফলে গাছ মারা যায়।

সরকার গত ৫ বছরে যে কাজ করেছে তা রাজনৈতিক বিবেচনায় করা হয়েছে। সরকার যে ঘোষণা দিয়েছিল সেগুলো যদি শত ভাগ প্রয়োগ করা যেত তাহলে অনেক সম্ভাবনাময় হত। ঘোষণা পর্যন্ত থাকছে, বাস্তবায়ন করছে না। রাজনৈতিক নেতা বা যাদের উপর এগুলো ন্যস্ত (স্থানীয় কৃষি অফিস), তারা সকলেই ভাগ-বাটোয়ারা নিয়ে ব্যস্ত।

আমি কৃষক পরিবারের সন্তান। আমি নির্বাচিত হলে সরকারিভাবে কৃষির উপর যে বাজেট আসবে তা আমার নির্বাচনী এলাকায় শতভাগ বাস্তবায়ন করা হবে। যেহেতু আমি সাধারণ জনগণের মনোনীত প্রার্থী, তাই ব্যাংকে চাপ দিয়ে বিনা সুদে ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা করব। রাজনৈতিক নেতারা ছোট ছোট কৃষি জমি বা পুকুর দেখিয়ে ব্যাংক থেকে কোটি কোটি টাকা ঋণ নিয়ে বিদেশে পাচার করছে।

আমার কোন দল নাই, আমি স্বতন্ত্র প্রার্থী। জাতীয় জৈব কৃষি নীতি ২০১৬- সম্পর্কে আমার জানা নেই।

কৃষিতে রাসায়নিক সার ও বিষের ব্যবহারকে আমি অবশ্যই এক নম্বর সমস্যা বলে মনে করি। আমি আইপিএম (ইন্টিগ্রেটেড পেস্ট ম্যানেজমেন্ট) ক্লাবের সদস্য (কোষাধ্যাক্ষ) ছিলাম। এক্ষেত্রে বিষয়টা হচ্ছে, এক এক কৃষক এক এক ভাবে আবাদ করে, যেমন পাশের জমির মালিক কীটনাশক দিচ্ছে, আমি দিচ্ছি না, সেই প্রভাব আমার জমিতে চলে আসলো। এক্ষেত্রে কৃষিকাজগুলো ক্লাবের মাধ্যমে সমস্ত জমি একত্র করে চাষাবাদ করতে হবে। এজন্য গঠনতন্ত্র তৈরি করতে হবে, প্রতি শতাংশে কত খরচ হচ্ছে তা ফসল বিক্রি করে লাভ বন্টন করে দিতে হবে। জৈব বালাইনাশক দিয়ে আবাদ করতে হবে, তাহলে দিনমজুরাও লাভবান হবে। দিনমজুর যারা হাজিরা হিসেবে কাজ করে তাদের চাকুরির মত ব্যবস্থা করা যাবে ক্লাবের মাধ্যমে।

বীজের ক্ষেত্রে বিএডিসি-কে নজর দিতে হবে। বিএডিসি এককভাবে বীজ উৎপাদন করলে কোম্পানি ঢুকতে পারবে না। আর কোম্পানি যদি ব্যবসা করতে চায় তাহলে বিএডিসি-র সাথে সমন্বয় করতে হবে। বিএডিসি-র কাছ থেকে বীজ নিয়ে কোম্পানি ব্যবসা করবে। আমার মতে স্থানীয় বীজ যেহেতু হারিয়ে গেছে সেগুলো আর ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয়।

এখানে উপজেলা বা জেলা ভিত্তিক খাদ্য উৎপাদন করে স্বনির্ভর হওয়া দরকার। প্রয়োজনে এখানে বেশি করে উৎপাদন করে অন্য উপজেলা বা জেলায় পাঠাতে চাই।

পুরুষ-নারী সমান কাজ করে, এমনকি নারীরা টুকিটাকি অনেক বেশি কাজ করে। পুরুষ শ্রমিকের মজুরি ৪০০ টাকা, আর নারীর মজুরি ২০০ টাকা। আমার মনে হয় পুরুষ ও নারী মজুরি সমান হওয়া দরকার।

## তুলনামূলক বিশ্লেষণ ও উপসংহার

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণ সংক্ষিপ্ত সময়ে কৃষি ও কৃষক সম্পর্কে এবং কৃষি প্রতিবেশ সংক্রান্ত বিভিন্ন ইস্যুতে যেসব মতামত প্রদান করেছেন তা ছিল আকর্ষণীয়। তাঁদের বক্তব্যের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যের তুলনামূলক বিশ্লেষণ করতে গিয়ে কতকগুলো বিষয় আমাদের সামনে স্পষ্ট হয়েছে। সেসব বিষয়ে এখানে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো।

১. আওয়ামী লীগের প্রার্থী ব্যতীত অন্যান্যরা জানিয়েছেন যে, নির্বাচনী পরিবেশ সুষ্ঠু নেই, সে কারণে অনেক প্রার্থী প্রকাশ্যে আসতে পারেননি এবং সাক্ষাৎকার দিতে পারেন নি। একটি এলাকায় প্রার্থীকে প্রচারণা চলাকালীন পিরিয়ডে কারাগারে যেতে হয়েছে।

২. বগুড়াতে আওয়ামী লীগ প্রার্থী পূর্বেকার সংসদে নির্বাচিত এমপি ছিলেন এবং তিনি প্রশ্ন আগে চেয়ে নিয়েছিলেন, পরে লিখিত বক্তব্য দিয়েছেন। যেখানে বিস্তারিত তথ্য উপাত্ত সাজিয়ে তুলে ধরা হয়েছে।

৩. যেসব দলের প্রার্থীদের সাক্ষাৎকার পাওয়া যায়নি, তার মধ্যে একটি এলাকাতে সেই দলের অনুসারী স্থানীয় নেতা কর্মীদের মতামত তুলে ধরা হয়েছে। বগুড়াতে বিএনপি প্রার্থী উত্তর দিতে চান নি, সেখানে তার দলের মতামত তুলে ধরা হয়েছে।

৪. মাত্র একজন মহিলা প্রার্থীর তথ্য সংগ্রহ করা গেছে। নীলফামারী ন্যাশনাল পিপলস্ পার্টি মনোনীত প্রার্থী ছিলেন তিনি।

৫. এলাকার কৃষি অবস্থা সম্পর্কে বর্তমান ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগের সকল প্রার্থীই ভালো অবস্থা বলেছেন এবং বাকী অন্যান্য দল সমস্যাক্রান্ত বলে উল্লেখ করেছেন। একজন বলেছেন যে, কৃষকদের মাঝেও দলীয়করণ করা হচ্ছে। কৃষি সুবিধা দলের অনুসারী কৃষকরা পাচ্ছে, অন্যরা নয়।

৬. এলাকার প্রধান সমস্যা হিসেবে আঞ্চলিক সমস্যা সামনে এসেছে। যেমন বগুড়াতে চরাঞ্চলের সমস্যা, সাতক্ষীরাতে লবণাক্ততার সমস্যা, নদীভাঙনের সমস্যা, কৃষক ন্যায্যমূল্য পায় না।

৭. জলবায়ু পরিবর্তনের সমস্যা সম্পর্কে কোন দলের প্রার্থীই যথেষ্ট ওয়াকিবহাল নয়, তাই গড় উত্তর এসেছে। তথ্যের গভীরতা সেখানে কম। অনেকে এই বিষয়ে কোন মতামতই দেয় নি।

৮. বিগত সরকারের কার্যক্রম নিয়ে পক্ষে বিপক্ষে মতামত এসেছে।

৯. প্রার্থীদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার মধ্যে গভীর চিন্তার প্রতিফলন কম। যেসব বিষয় প্রাধান্য পেয়েছে তার মধ্যে নদী ড্রেজিং, কৃষক সংগঠন গড়ে তোলা, কৃষক ভর্তুকী প্রদান, মিঠা পানির সাপ্লাই মেশিন বসানোর কথা বলা হয়েছে, অর্থাৎ উন্নয়নমূলক পরিকল্পনার কথা এসেছে, কিন্তু কৃষকের এবং পরিবেশের গুণগত মান উন্নয়নের কথা কেউ বলেন নি।

১০. জৈব কৃষি নীতি সম্পর্কে কয়েকজন প্রার্থী জানেন না, অনেকে অল্প জানেন। একজন প্রার্থী রিইব ম্যানুয়াল থেকে হুবহু লিখে দিয়েছেন।

১১. রাসায়নিক সার, বিষ কৃষিতে ব্যবহার করাকে সবাই প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং জৈব চাষ হিসাবে গরু পালনের কথা বলেছেন। প্রকৃতপক্ষে এটা এখন সমস্যা। কিন্তু উত্তরণে সঠিক পদক্ষেপের কথা তেমনভাবে আসেনি।

১২. আমরা জানি যে, কৃষিতে বীজ হচ্ছে মা, যা কিনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু সেই বীজের ব্যাপারে অধিকাংশ প্রার্থীই কোন তথ্য বা মন্তব্য দেন নি, বীজের গুরুত্ব তাদের কাছে সেভাবে গুরুত্ব পায়নি, এই পর্যবেক্ষণ গুরুত্বপূর্ণ। একজন জিএমও বীজের প্রয়োগের কথা বলেছেন।

১৩. আন্তঃজেলা কৃষিপণ্য উৎপাদন ও বিপণনে উন্মুক্ত পথ থাকার কথা সবাই বলেছেন।

১৪. নারী-পুরুষ মজুরী বৈষম্য প্রসঙ্গে প্রায় সকলেই মন্তব্য দিয়েছেন। সেখানে দেখা যাচ্ছে যে, অনেকে বৈষম্যকে বজায় রাখার কথা বলেছেন। যেমন বগুড়া বিএনপি প্রার্থী বলেছেন যে মজুরী বৈষম্য থাকতে হবে। কারণ নারীরা পুরুষের সমান কাজ করতে পারে না। নীলফামারীর ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ দল স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন যে, নারীদের ঘরের বাইরে ধান ক্ষেতে, পাটক্ষেতে কাজ করা যাবে না। নারীদের ত্বক সংবেদনশীল তাই বাইরে কাজ করা উচিত নয়। এছাড়া পর্দার বোধ বজায় রাখতে হবে। নারীদের কুটির শিল্পভিত্তিক কাজে নিয়োজিত করবেন যদি তিনি ক্ষমতা লাভ করেন।

সংক্ষিপ্ত সময়ে যেসব তথ্য এসেছে আমাদের কাছে এটা কৌতুহলোদ্দীপক, এতে একটা ধারা দেখা যায় যে, রাজনৈতিক দলের মতাদর্শ প্রার্থীদের মতামতে প্রাধান্য পেয়েছে। এসব কিছুই ভবিষ্যতে যারা এই বিষয়ে কাজ করতে চান তাদেরকে এই একশন রিসার্চ এর সংগৃহীত তথ্য আরও বিশ্লেষণমূলক কাজ করতে উৎসাহ দেবে।

## বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ইশতেহারে কৃষি, কৃষক ও পরিবেশ

**বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহারঃ**

লক্ষ্য ও পরিকল্পনা

- সবার জন্য পুষ্টিমানসম্পন্ন খাদ্যের জোগান দেওয়ার লক্ষ্যে দ্রুত কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ও খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের সফল ধারা অব্যাহত রাখা। প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সময়মতো মানসম্পন্ন কৃষি উপকরণের ওপর ভর্তুকি অব্যাহত রাখা হবে।
- কৃষিতে শ্রমিক সংকট লাঘবের জন্য সহজে ব্যবহার্য ও টেকসই কৃষি যন্ত্রপাতি সুলভে সহজপ্রাপ্য করা হবে।
- সহজ শর্তে সময়মতো কৃষি ঋণ, বিশেষ করে বর্গাচাষীদের জন্য জামানতবিহীন কৃষি ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা অব্যাহত থাকবে। মহিলা কৃষকদের জন্য গৃহাঙ্গন ও মাঠে ফসল চাষের জন্য কৃষি ঋণ আরও সহজপ্রাপ্য করা হবে।
- খাদ্যশস্যের পাশাপাশি আলু, শাক-সবজি, তৈলবীজ, মসলা, নানা জাতীয় ফলমূল, ফুল, লতাপাতা-গুল্ম, ঔষধি ও ফসল উৎপাদনে বর্তমানে প্রদত্ত সহযোগিতা অব্যাহত রাখা হবে। এ লক্ষ্যে কৃষি সম্প্রসারণ কার্যক্রমকে আরও শক্তিশালী করা হবে।

- স্থানীয় পর্যায়ে কোল্ড স্টোরেজ স্থাপন, ফসল প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং কৃষি পণ্যের দক্ষ সাপ্লাই চেইন/ ভ্যালু চেইন গড়ে তোলা হবে। সে-সঙ্গে গ্রামীণ কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা হবে।
- কৃষি গবেষণায় বাজেট বরাদ্দ ইতোমধ্যে বাড়ানো হয়েছে এবং কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহের সক্ষমতা আরও বৃদ্ধি করা হবে। বিশেষ করে জীবপ্রযুক্তি, জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং, ন্যানো প্রযুক্তি, সংরক্ষণশীল ও সুনির্দিষ্ট কৃষি, হাইব্রিডাইজেশন, জিএম ফুড ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
- ইতোমধ্যে পাট ও ইলিশ মাছের জেনম আবিষ্কারের ফলাফলকে অধিকতর উৎপাদনশীল ও লাভজনক প্রযুক্তি উদ্ভাবনে উৎসাহ ও সহযোগিতা দেওয়া হবে।
- উৎপাদিত কৃষি পণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে স্থানীয় অবকাঠামো, কৃষক সংগঠন (এফএফএস), বিপণন সংগঠন, সমবায় সমিতি ও কৃষি ব্যবসায়ী সংগঠনগুলোকে শক্তিশালী করা হবে।
- জলবায়ু পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিকূল কৃষি-আবহাওয়া অঞ্চল যেমন- লবণাক্ত অঞ্চল, হাওড় ও চরাঞ্চল, পার্বত্যাঞ্চল ও বরেন্দ্র অঞ্চলসমূহের কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি এবং জীবিকায়নের ওপর জোর দেওয়া হবে।
- ২০২৩-এর মধ্যে হাঁস-মুরগির সংখ্যা দ্বিগুণ করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।
- প্রাণী খাদ্য, গবাদি পশুর ঔষধপত্র ও চিকিৎসা ব্যয় হ্রাস ও সহজপ্রাপ্য করার ওপর জোর দেওয়া হবে। সে-সঙ্গে এগুলোর জন্য যাতে ভালো দাম পাওয়া যায়, তার জন্য বাজার-ব্যবস্থা ও বর্জ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ সুবিধার আরও উন্নয়ন করা হবে।
- ছোট ও মাঝারি আকারের দুগ্ধ ও পোল্ট্রি খামার প্রতিষ্ঠা এবং মৎস্য চাষের জন্য সহজ শর্তে ঋণ, প্রয়োজনমত ভতুর্কি, প্রযুক্তিগত পরামর্শ ও নীতি-সহায়তা বৃদ্ধি করে তা অব্যাহত রাখা হবে।
- পুকুরে মাছ চাষ ও যেখানে সম্ভব ধানক্ষেতে মাছ চাষের আরও প্রসারের জন্য উন্নত জাতের পোনা, খাবার, রোগব্যাধির চিকিৎসা, পুঁজিসংস্থান ও সুলভে বিদ্যুৎ সংযোগসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা অব্যাহত রাখা হবে।
- মৎস্য খাতের উন্নয়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য গবেষণার ব্যাপক মানোন্নয়ন, কৃষকদের সম্পৃক্ত করে মাছ চাষের ব্যবস্থাপনাগত উন্নতি সাধন ও ধৃত মাছের অপচয় ও ক্ষয়-ক্ষতি হ্রাস করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

- সার্বিক কৃষি খাতে প্রাণিসম্পদ উপখাতের অবদান ১৪.৩১ শতাংশ। এটাকে আরও বৃদ্ধি করা হবে।
- বিশ্ব উষ্ণায়নের বর্তমান ধারা অব্যাহত থাকলে বাংলাদেশের ১৭ শতাংশ এলাকা থেকে মানুষকে অন্যত্র সরিয়ে নেওয়ার প্রয়োজন হতে পারে। সেই প্রেক্ষিতে পরিকল্পনা ও কর্মসূচী প্রণয়ন করা হবে।
- উৎপাদনশীল বনের আয়তন ২০১৫ সালের ১৩.১৪ হতে ২০ শতাংশে উন্নীতকরণ; ঢাকা ও অন্যান্য বড় নগরের বায়ুর মান উন্নয়ন এবং বিশুদ্ধ বায়ু আইন প্রণয়ন করা; শিল্প বর্জ্যের শূন্য নির্গমন/নিক্ষেপণ প্রবর্তন করা; জলাভূমি সংরক্ষণ আইন মেনে বিভিন্ন নগরের জলাভূমি পুনরুদ্ধার ও সুরক্ষা করা; উপকূল রেখাব্যাপী ৫০০ মিটার চওড়া স্থায়ী সবুজ বেষ্টনী গড়ে তোলা হবে।
- সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ, লবণাক্ততা রোধ ও সুন্দরবনসহ অববাহিকা অঞ্চলের মিঠা পানি প্রাপ্তির লক্ষ্যে গঙ্গা ব্যারেজ প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেওয়া হবে।
- দেশের বিস্তীর্ণ হাওড় ও ভাটি অঞ্চলের প্রাকৃতিক পরিবেশ রক্ষায় স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্প গ্রহণ করা হবে।
- উন্নয়ন কার্যক্রমের সকল ক্ষেত্রে সবুজ প্রবৃদ্ধি কৌশল গ্রহণ করা হবে।
- ২০৩০ সালের মধ্যে দেশকে উচ্চ-মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করার জন্য সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার (২০১৬-২০) কালপর্বে গড় প্রবৃদ্ধি ৭.৫ শতাংশ নির্ধারণ করা হয়েছে এবং অষ্টম পরিকল্পনার (২০২১-২৫) কালপর্বে এই হার গড়ে ১০.০ শতাংশ ছুঁয়ে যাবে।

  উৎস: বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ (http://manifesto2018.albd.org/files/manifesto/)

**বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপি-র নির্বাচনী ইশতেহারে কৃষি ও কৃষক:**

- ১ (এক) বছরের মধ্যে মানুষকে ভেজাল ও রাসায়নিক মুক্ত নিরাপদ খাদ্য পাবার নিশ্চয়তা দেওয়া হবে।
- মূল্য-সমর্থন এবং উপকরণ ভর্তুকির সঠিক সংমিশ্রণ ঘটিয়ে কৃষক যাতে তার ফসলের ন্যায্য মূল্য পায় সে ব্যবস্থা করা হবে। প্রত্যেক ইউনিয়ন পরিষদে উন্মুক্ত আলোচনার মাধ্যমে ডাটাবেইজ গড়ে তুলে রাষ্ট্রীয় সমর্থন পাওয়ার যোগ্য কৃষকদের তালিকা প্রণয়ন

করা হবে। কৃষিতে নানা ধরনের ঝুঁকি মোকাবেলা করার জন্য প্রয়োজনে ভর্তুকি দিয়ে হলেও শস্য বীমা, পশু বীমা, মৎস্য বীমা এবং পোল্ট্রি বীমা চালু করা হবে।

- গরীব এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগকবলিত কৃষকের কৃষি ঋণের সুদ মওকুফ করা হবে।
- দু'বছরের মধ্যেই গার্মেন্টস শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরী ১২ (বার) হাজার টাকা করা হবে। গার্মেন্টসসহ অন্যান্য সকল শিল্প এলাকায় শ্রমিকদের জন্য বহুতল ভবন নির্মাণের মাধ্যমে আবাসনের ব্যবস্থা করা হবে।
- সকল খাতের শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরী নির্ধারণ করা হবে।
- কৃষি উৎপাদনকে লাভজনক পেশায় পরিনত করার লক্ষ্যে উৎপাদন খরচের সাথে যৌক্তিক মুনাফা নিশ্চিত করে সকল কৃষি পণ্যের মূল্য নির্ধারিত হবে স্থানীয় সমবায় সমিতির মাধ্যমে।
- শ্রমিক ও ক্ষেত মজুরসহ গ্রাম ও শহরের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য সুলভ মূল্যে রেশনিং চালু করা হবে।
- কৃষি ভর্তুকি উল্লেখযোগ্য পরিমান বাড়িয়ে সার, বীজ ও অন্যান্য কৃষি উপকরন সহজলভ্য করা হবে।
- জলমহাল এবং হাওরের ইজারা সম্পূর্ন বাতিল করে মৎসজীবি ও দরিদ্র জনগনের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হবে।
- স্বাস্থ্যবীমার মাধ্যমে শ্রমিকগন মাসে একটি নির্দিষ্ট পরিমান প্রিমিয়াম এর মাধ্যমে সকল চিকিৎসা সুবিধা পাবেন।
- জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা করার জন্য টেকসই কৌশল গ্রহণ করা হবে। উপকূল এলাকাসহ সারাদেশে নিবিড় বনায়ন ও সুন্দরবনসহ অন্যান্য বনের প্রাকৃতিক পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য রক্ষায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
- জাতীয় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার ১১ শতাংশে উন্নীত করা হবে।

(https://www.thedailystar.net/bangla/sites/default/files/bnp_manifesto_18_december_2018.pdf)

http://www.ittefaq.com.bd/politics/11317/%E0%A6%AF%E0%A6%BE-%E0%A6%86%E0%A6%9B%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%8F%E0%A6%A8%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%87%E0%A6%B6%E0%A6%A4%E0%A7%87%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87

**জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের নির্বাচনী ইশতেহারে কৃষি ও কৃষকঃ**

- ক্রমাগত কমতে থাকা কৃষি ভর্তুকি উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বাড়িয়ে সার, বীজ এবং অন্যান্য কৃষি উপকরণ সহজলভ্য করা হবে।
- সরকারি ব্যাংক থেকে খুব সামান্য সুদে কৃষকদেরকে ঋণ দেওয়া হবে। বেসরকারি ব্যাংকগুলোর ঋণের একটা নির্দিষ্ট অংশ কৃষকদের মধ্যে বিতরণে বাধ্য করা হবে।
- ভূমিহীনদের মধ্যে সরকারের খাস জমি বন্টন করা হবে।
- ভূগর্ভস্থ পানি কম ব্যবহার করতে হয় এমন ফসল উৎপাদনে এবং অর্গ্যানিক পদ্ধতিতে চাষে কৃষককে প্রশিক্ষণ এবং প্রণোদন দেয়া হবে।
- সেচের সুবিদার্থে পদ্মা ব্যারাজ নির্মাণে দ্রুত পদক্ষেপ নেয়া হবে।
- সরকার ইউনিয়ন পর্যায়ে কৃষিগুদাম ও হিমাগার নির্মাণে ভর্তুকি/ অনুদান দেবে। উৎপাদকদের বিপণনক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রত্যেক উপজেলা ভিত্তিক ন্যায্য বিপণন সমবায় স্থাপিত হবে। উৎপাদকগণ সরাসরি এই বিপণন ব্যবস্থার সাথে যুক্ত থাকবেন। এতে মধ্যস্বত্বভোগী সিন্ডিকেটের উপদ্রব কমবে।
- ক্রমবর্ধমান নগর আবাসন শিল্পায়নের ফলে আবাদযোগ্য ভূমি ও জলাশয় এর উদ্বেগজনক হ্রাসের হার কমানোর জন্য কার্যকর ব্যবস্থা নেয়া হবে।
- কৃষিভিত্তিক শিল্প স্থাপনে সরকারি প্রণোদনা থাকবে।
- স্থানীয় ইউনিয়ন পর্যায়ে কৃষি গুদাম ও হিমাগার নির্মাণে সরকার প্রণোদনা দেবে।
- জলমহাল এবং হাওরের ইজারা সম্পূর্ণ বাতিল করে মৎসজীবি ও দরিদ্র জনগণের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হবে।
- কৃষিনির্ভর এবং শ্রমঘন শিল্পে বিশেষ উৎসাহ দেয়া হবে।
- বিভিন্ন দেশের শিল্প স্থাপন উৎসাহিত করার জন্য আরও এক্সক্লুসিভ ইকোনমিক জোন স্থাপন করা হবে।
- দেশে-বিদেশে পাট পণ্যের ব্যবহার বৃদ্ধিতে ব্যবস্থা নিয়ে আরও পাট শিল্প স্থাপন করা হবে। নতুন শিল্প স্থাপনের ক্ষেত্রে শ্রমিকদের কাজের সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিত করা হবে।
- বৈশ্বি উষ্ণায়নের ফলে সৃষ্ট জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব যেসব দেশের উপর সবচেয়ে বেশি পড়েছে তাদের মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। জলবায়ুর প্রভাব মোকাবেলার জন্য বাংলাদেশ কার্যকর ব্যবস্থা নেবে।
- বৈশ্বিক উষ্ণায়ন রোধকল্পে বাংলাদেশ আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে তার চেষ্টা অব্যাহত রাখবে।

- জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে অভিযোজন এবং এর ক্ষতিকর প্রভাব রোধ করার জন্য বাংলাদেশ আরও অনেক বেশি আন্তর্জাতিক সাহায্য নিশ্চিত করার চেষ্টা করবে এবং সেটা সদ্ব্যবহার করবে ।
- দেশের প্রাকৃতিক বন রক্ষার সব রকম ব্যবস্থা নেয়া হবে এবং সামাজিক বনায়ন কর্মসূচী আরো বড় পরিসরে চালানো হবে ।
- পরিবেশ দূষণকারী কোন শিল্প-কারখান চলতে দেয়া হবে না । এফ্লুয়েন্ট ট্রিটমেন্ট প্লান্ট ছাড়া কোন শিল্প কারখানা কাজ শুরু করতে পারবে না ।
- গ্রামে অবস্থান করে দেশবাসীর পুষ্টির উন্নয়নের জন্য শিক্ষিত তরুন তরুনীরা ক্ষুদ্র পোলট্রি ফার্ম স্থাপন করে উৎপাদন ও বাজারজাতে নিয়োজিত হলে তাদের বিনা সুদে ঋণ ও অন্যান্য বিশেষ প্রণোদনা সাহায্য দেয়া হবে এবং পোলট্রি সংশ্লিষ্ট প্রাণী ও উৎপাদন সামগ্রীর পুরো আমদানী শুল্ক, ভ্যাট ও আয়কর মুক্ত হবে আগামী ১০ বছরের জন্য । তবে বড় পুঁজির পোলট্রিতে ১৫% বিক্রয় শুল্ক ও ১৫% ভ্যাট প্রযোজ্য হবে ।

(https://bangla.bdnews24.com/11thparliamentaryelection/article1572474.bdnews)

**জাতীয় পার্টির নির্বাচনী ইশতেহারে কৃষি ও কৃষকঃ**

- কৃষকদের ভর্তুকি মূল্যে সার, ডিজেল, কীটনাশক সরবরাহ করা হবে ।
- কৃষি উপকরণের কর-শুল্ক মওকুফ করা হবে ।
- কৃষকদের বিরুদ্ধে কোন সার্টিফিকেট মামলা হবে না ।
- সহজ শর্তে কৃষি ঋণ সরবরাহ নিশ্চিত করা হবে ।
- দেশের চরাঞ্চলের কৃষকদের স্বার্থ রক্ষায় কার্যকরী পদক্ষেপ নেয়া হবে এবং নদী ভাঙন কবলিত জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসনের ব্যবস্থা নেয়া হবে ।
- কৃষি জমি বা ফসলি জমি নষ্ট করে কোনো স্থাপনা কিংবা আবাসিক এলাকা গড়ে তোলা আইন করে বন্ধ করা হবে ।
- পল্লী অঞ্চলে পল্লী রেশনিং ব্যবস্থায় চাল-ডাল-তেল-চিনি পৌছে দেয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে ।
- দেশের অর্থনীতি গতিশীল করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে । শিল্প ঋণ সহজলভ্য ও নতুন শিল্প স্থাপন করা হবে ।

- সারা দেশে পর্যায়ক্রমে গ্যাস সরবরাহ করা হবে এবং প্রত্যেক উপজেলায় কৃষিভিত্তিক শিল্পনগরী গড়ে তোলা হবে ।
- দেশে ৮টি বিভাগকে ৮টি প্রদেশে উন্নীত করা হবে এবং দুই স্তর বিশিষ্ট সরকার কাঠামো থাকবে: কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকার ।

উৎস: জাতীয় পার্টির নির্বাচনী ইশতেহার (https://s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/images.jagonews24/media/doc/2018December/Japa-Election-20181229133208.pdf)

**বিকল্পধারা ও যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী ইশতেহারে কৃষি ও কৃষক:**

- কৃষকদের অবস্থার সার্বিক উন্নয়নে বাস্তবমুখী কৃষক-বান্ধব নীতি ও আইনের প্রবর্তন এবং প্রয়োগ করা ।
- কৃষি পণ্যের উৎপাদনে সরকারি সহায়তা, ভর্তুকি ও ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করা ।
- পৃথক 'পাট মন্ত্রণালয়' প্রতিষ্ঠা করা ।
- জাতীয় মাথাপিছু আয়ের নিচে যাদের অবস্থান থাকবে সেইসব কৃষক ও কৃষি শ্রমিকদের ৬০ বছর বয়সের পর থেকে তাদের অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ সরকারি পেনশনের ব্যবস্থাকরণ ।
- জলবায়ু ও পরিবেশের প্রতি সারা বিশ্বে যে হুমকি দেখা দিয়েছে বাংলাদেশ সে হুমকির বাইরে নয় । সেজন্য এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ একজন টেকনোক্রেট মন্ত্রী নিয়োগ দিতে হবে ।
- দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট সংসদ গঠন করা: প্রাদেশিক সরকার ও আইনসভা গঠন ।
- গ্রামীণ শিল্পোন্নয়ন ও অন্যান্য কার্যকর অর্থনৈতিক পদক্ষেপের মাধ্যমে ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য দূরীকরণ ।

**উৎস:** https://bangla.bdnews24.com/11thparliamentaryelection/article1574843.bdnews)

**বাম গণতান্ত্রিক জোটের নির্বাচনী ইশতেহারে কৃষি ও কৃষক:**

- গ্রাম থেকে ঢালাওভাবে উদ্বৃত্ত উঠিয়ে আনার মুক্তবাজার অর্থনীতি নির্দেশিত নীতি পরিবর্তন করে কৃষি ও গ্রামীণ অর্থনীতিতে সেই প্রত্যক্ষ ও প্রচ্ছন্ন উদ্বৃত্তের সিংহভাগ বিনিয়োগ করা ।

- কৃষিপণ্যের উৎসাহমূলক ও লাভজনক মূল্যপ্রাপ্তি নিশ্চিত করা। ইউনিয়ন পর্যায়ে সরকারি ক্রয়কেন্দ্র ও কৃষিপণ্য বিপণন সমবায় স্থাপন করা। জাতীয় স্বার্থে কৃষিখাতে প্রয়োজনীয় ও পর্যাপ্ত সাবসিডি প্রদান করা এবং খোদ কৃষক কর্তৃক তার প্রাপ্তি নিশ্চিত করা। কৃষিঋণ মওকুফ করা, তহসিলদার অফিসের সকল দুর্নীতি বন্ধ করা। সকল খাস জমি উদ্ধার করে সমবায়ের ভিত্তিতে খোদ কৃষকের হাতে প্রদান করা।
- আবাদী জমি সংরক্ষণে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- মুক্তবাজার ব্যবস্থা নয়, দেশব্যাপী দক্ষ ও শক্তিশালী গণবন্টন ব্যবস্থা গড়ে তোলা। গরিব মানুষের জন্য স্থায়ী রেশনিং ব্যবস্থা চালু করা। 'টিসিবি' ও 'বিএডিসি'কে সক্রিয় করা। সর্বত্র ন্যায্যমূল্যের দোকান চালু, নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের সরকারি 'বাফার স্টক' গড়ে তোলা। 'টেস্ট রিলিফ' চালু করা। দ্রব্যমূল্যের উর্দ্ধগতি প্রতিরোধে খাদ্য সামগ্রীসত নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের উৎপাদন, আমদানি, পরিবহন, বিপণন, সরবরাহ ও বন্টনের ক্ষেত্রে পরিকল্পিত রাষ্ট্রিয় ভূমিকা বৃদ্ধি করা।
- রাষ্ট্রিয় পৃষ্ঠপোষকতায় 'উৎপাদক সমবায়' ও 'ক্রেতা সমবায়' গঠন করে তাঁদের মধ্যে সরাসরি কেনা-বেচার ব্যবস্থা চালু করা। মধ্যস্বত্বভোগীদের অনিয়ন্ত্রিত মুনাফাবাজি খর্ব করা।
- বাজার-সিন্ডিকেট অপরাধ চক্র সমূলে উৎপাটন করা, মজুরদারি কঠোরভাবে দমন করা। খাদ্যে ভেজাল মেশানো, রং ব্যবহার ইত্যাদি কঠোরভাবে দমন করা। 'খাদ্য নিরাপত্তা আইন' কার্যকর করা। এই আইনে সবার জন্য পুষ্টিকর ও নিরাপদ খাবার নিশ্চিত করা। 'ভোক্তা অধিকার আইন' কার্যকর করা।
- ক্ষেতমজুরসহ গ্রামীণ মজুরদের জন্য সারা বছর কাজের ব্যবস্থা করা। 'কর্মসংস্থান নিশ্চয়তা স্কিম' চালু করা। প্রজেক্টের কাজে দুর্নীতি, গম চুরি দমন করা। ক্ষেতমজুরদের ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের অধিকার নিশ্চিত করা।
- জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশকে ডুবে যাওয়া থেকে রক্ষা করতে ধরিত্রী ও প্রাণ-প্রকৃতি-পরিবেশ রক্ষার বিশ্বব্যাপী সংগ্রামকে অগ্রসর করা।
- বিশ্বের বৃহত্তম ম্যনগ্রোভ বনাঞ্চল সুন্দরবনসহ বনাঞ্চল সংরক্ষণে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ। রামপাল তাপবিদ্যুৎকেন্দ্রসহ সুন্দরবন এলাকায় শিল্প-কারখানা নির্মাণ বন্ধ করা, সুন্দরবনের ভেতর দিয়ে জাহাজ চলাচল বন্ধ করা।
- বুড়িগঙ্গা, শীতলক্ষ্যা ও কর্ণফুলীসহ দেশের সব নদ-নদী এবং জলাধারের পাড় ও মধ্য থেকে অবৈধ স্থাপনাসহ অবৈধ দখল অবিলম্বে উচ্ছেদ করা। শুকিয়ে যাওয়া গুরুত্বপূর্ণ

কিছু নদী পুনরজ্জীবিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা। ভূ-উপরিভাগের পানি ব্যবহারকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়া। ভূগর্ভস্থ পানির ব্যবহার কমিয়ে আনা ও বৃষ্টির পানি সংগ্রহ করা।

- একটি সামগ্রিক পানিনীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা এবং তার আওতায় সেচ-ব্যবস্থার সম্প্রসারণ করা।
- পুঁজিবাদী বিশ্বায়নে বিশ্ববাজারের অসম প্রতিযোগীতার মুকে জাতীয় শিল্প-কারখানার স্বার্থরক্ষায় রাষ্ট্রীয় সহায়তা প্রদানের নীতি অনুসরণ করা।
- শিল্পের ক্ষেত্রে প্রথম অবস্থায় শ্রমঘন প্রযুক্তি ব্যবহারসহ লাগসই প্রযুক্তি ব্যবহার করা। তথ্য-প্রযুক্তি, বায়োটেকনোলজিসহ আধুনিক উন্নত প্রযুক্তি যথাযথ ব্যবহার করা এবং জাতীয়ভাবে এসবের ব্যবহারের ভিত্তি গড়ে তোলা।
- জাতীয়ভাবে দক্ষতার সঙ্গে উৎপাদিত হচ্ছে বা উৎপাদন করা সম্ভব এ ধরনের পণ্য আমদানী নিয়ন্ত্রণ করা। দেশের ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের জন্য একান্তভাবে প্রয়োজনীয় নয়, এমন পণ্যের ও বিলাসদ্রব্যের আমদানী নিয়ন্ত্রণ করা।

উৎস: বাম গণতান্ত্রিক জোটের নির্বাচনী ইশতেহার (https://bangla.bdnews24.com/politics/article1570666.bdnews)

**ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ-এর নির্বাচনী ইশতেহারে কৃষি ও কৃষকঃ**

- বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ কৃষিনির্ভর। অতএব কৃষি উন্নয়ন ছাড়া দেশের উন্নয়ন সম্ভব নয়। তাছাড়া বর্তমান বিশ্বে খাদ্য ঘাটতির প্রেক্ষাপটে ব্যাপক কৃষি উন্নয়ন ও খাদ্য উৎপাদনে বৈপ্লবিক অগ্রগতি সাধন করতে না পারলে সমূহ বিপর্যয় ও চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করা সম্ভব হবে না। কৃষি উন্নয়ন ও খাদ্য উৎপাদনে বৈপ্লবিক অগ্রগতির উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।
- কৃষিকে একটি সম্মানজনক পেশা হিসেবে যথাযথ মর্যাদা দিয়ে শিক্ষিত জনশক্তি যাতে কৃষি কাজে সম্পৃক্ত হতে উৎসাহবোধ করে সে উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।
- কৃষকদের ছেলে-মেয়েদের উচ্চ শিক্ষা গ্রহণে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়া হবে এবং বয়স্ক-দরিদ্র কৃষকদের জন্য অবসরকালীন সম্মানজনক কৃষিভাতা প্রদান করা হবে।
- জেগে উঠা চর ও খাস জমি ভূমিহীনদের মাঝে ইনসাফের ভিত্তিতে বন্টনের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া হবে। ভূমি ব্যবস্থাকে এমনভাবে সাজানো হবে, যাতে চাষীরা ভূমিহীন না হয়ে যায় এবং এক ইঞ্চি জমিও যাতে অনাবাদী না থাকে।

- কৃষি উপকরণ সহজলভ্য করা হবে এবং সার, ঔষধ, বীজের দাম কমানো হবে। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করা হবে।
- প্রতিটি জেলায় একটি করে কৃষি কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হবে এবং মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত দেশের সকল স্কুল ও মাদরাসায় কৃষি শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হবে।
- দরিদ্র ও পুঁজিহীন কৃষকদের জন্যে কৃষি ব্যাংকের সেবাকে সহজতর করা হবে। কৃষি ঋণের ক্ষেত্রে নামমাত্র সার্ভিস চার্জ গ্রহণ করে সহজ শর্তে ঋণ বিতরণ করা হবে এবং ভূমিহীন ও বর্গা চাষীদের বিনা জামানতে কৃষি ঋণ প্রদান করা হবে।
- কৃষকরা যাতে কৃষি পণ্যের ন্যায্য মূল্য পায় এবং ধান, চাল, আলু, পেয়াজ, মরিচ, গম, ভূট্টাসহ কৃষিপণ্য যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতে পারে সে ব্যাপারে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। দালাল, ফড়িয়া ও মধ্যস্বত্বভোগীদের অবৈধ মুনাফা লুটার পথ বন্ধ করতে হবে।
- কৃষি প্রধান অঞ্চলগুলোতে সেচ ব্যবস্থাকে আধুনিক ও উন্নত করা হবে। হাওড়গুলোকে পরিকল্পিত মৎস্য চাষের আওতায় আনা হবে এবং অবৈধভাবে দখল হয়ে যাওয়া হাওড়গুলো দখলদারমুক্ত করা হবে।
- মাছ, গোশত, আলু, মাশরুম, টমেটোসহ উদ্বৃত্ত কৃষিপণ্য বিদেশে রফতানীর জন্য আধুনিক ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা হবে।
- শিক্ষিত-বেকার যুবশক্তির কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে ক্ষুদ্র শিল্প, ক্ষুদ্র ব্যবসা ও কৃষি খামার গড়ে তোলার জন্য প্রত্যেক তফসিলী ব্যাংকে 'করজে হাসানা' শাখা খোলা হবে।
- পল্লী রেশন চালু করা হবে।
- ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে নতুন শিল্পকারখানা গড়ে তোলা হবে এবং বিদেশী ও প্রবাসীদের বিনিয়োগের পরিবেশ তৈরি করা হবে।
- পরিবেশ সংরক্ষণের এবং পরিবেশ দূষণ নিরসনের ক্ষেত্রে পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষার ব্যবস্থা নেয়া হবে।
- অবাধে গাছ কাটা ও পাহাড় কাটা বন্ধ করা হবে।

উৎস: ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ-এর নির্বাচনী ইশতেহার (http://www.islamiandolanbd.org/wp-content/uploads/2013/02/ICM-Menefesto-for-web.pdf)

# তথ্যসূত্র


- https://election.prothomalo.com/
- https://bangla.bdnews24.com/sponsored/article1576708.bdnews
- https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%8F%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A6%B6_%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%80%E0%A6%AF%E0%A6%BC_%E0%A6%B8%E0%A6%82%E0%A6%B8%E0%A6%A6_%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%9A%E0%A6%A8,_%E0%A7%A8%E0%A7%A6%E0%A7%A7%E0%A7%AE
- https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%A6%E0%A6%B6%E0%A6%AE_%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%80%E0%A6%AF%E0%A6%BC_%E0%A6%B8%E0%A6%82%E0%A6%B8%E0%A6%A6_%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%9A%E0%A6%A8,_%E0%A7%A8%E0%A7%A6%E0%A7%A7%E0%A7%AA
- https://www.bbc.com/bengali/news-46494386
- https://bangla.bdnews**24.**com/sponsored/article**1576708.**bdnews
- https://www.thedailystar.net/bangla/%E0%A6%B6%E0%A7%80%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7-%E0%A6%96%E0%A6%AC%E0%A6%B0/%E0%A6%8F%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A6%B6-%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%80%E0%A7%9F-%E0%A6%B8%E0%A6%82%E0%A6%B8%E0%A6%A6-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%9A%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%96%E0%A7%81%E0%A6%81%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%9F%E0%A6%BF-103630

RESEARCH INITIATIVES BANGLADESH

## Research Initiatives, Bangladesh (RIB)

Research Initiatives, Bangladesh (RIB) was founded to promote knowledge on poverty alleviation that is relevant, useful, innovative, participatory and action oriented, with a special focus on marginalized and socially excluded communities. RIB views poverty as a multidimensional process and recognizes that the needs of poverty groups go beyond simple income generation, food and shelter, to areas such as equality, dignity, justice, human rights and good governance. RIB supports marginalized and minority groups who are unable to access basic services due to social discrimination and conduct people's research (*Gonogobeshona*) on the development schemes that affects them most, in order to develop ownership and generate community mobilization. For more information please visit: www.rib-bangladesh.org

ROSA LUXEMBURG STIFTUNG SOUTH ASIA

## Rosa Luxemburg Stiftung (RLS)

Rosa Luxemburg Stiftung (RLS) is a political foundation from Germany that works within the tradition of workers' and women's struggles. Bearing the name of Democratic Socialist Rosa Luxemburg (1871-1919), the foundation serves as a forum for debate and critical thinking about political alternatives, as well as a research centre for progressive social development. RLS promotes the discourse among activists, scientists and intellectuals from South Asia and Germany as well as from other regions of the world. A special focus lies on creating networks among countries of the Global South. The foundation also provides space for critical discourse and publishes educational material. For more information please visit : www.rosalux.in